গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংসদ এলাকার কিছু কাজকর্মের চিন্তাভাবনা

সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের খসড়া রেজলিউশন

পাড়া মিটিং

গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি

সংসদ সভা

গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংসদ এলাকার কিছু কাজকর্মের চিন্তাভাবনা

সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের খসড়া রেজলিউশন

AHEAD Initiatives

গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনায়
সংসদ এলাকার কিছু কাজকর্মের চিন্তাভাবনা
সংসদ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের খসড়া রেজলিউশন

প্রকাশকঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
কলকাতা- ৭০০০৩১

ফোন- ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯
ইমেল- ahead@aheadinitiatives.in

প্রথম প্রকাশঃ মে, ২০১৪
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণঃ অক্টোবর, ২০১৫
সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর, ২০১৮

মুদ্রণঃ
প্রিণ্ট ও আর্ট
৫/১/২কে, কর্ণফিল্ড রোড, বালিগঞ্জ
কলকাতা- ৭০০০১৯

মুখবন্ধ

আমাদের দেশের প্রকৃত আবাসভূমি তার গ্রাম, যদি গান্ধিজীর এই মহান প্রত্যয় আমাদের অন্যতম ধারনাগত ভিত্তি হয় তবে সেই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশের প্রধান দায়িত্ব অতি স্বাভাবিকভাবে গিয়ে বর্তায় গ্রামের মানুষ এবং তাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকারের ওপর। এনিয়ে নতুন করে যুক্তিজাল বিস্তার করার প্রয়োজন নেই যে, পঞ্চায়েত হল সেই স্থানীয় সরকার যার মধ্য দিয়ে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের নিজেদের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ভাষা পায়, রূপায়িত হয়। আজ সারা পৃথিবীজুড়ে স্থানীয় সরকার এবং স্বায়ত্ত্বশাসন প্রসঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীবৃন্দ তাদের প্রভূত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে চলেছেন, যেগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে আমাদের ভাবনার অভিনবত্ব অনেক বৃদ্ধি করেছে। অণুশীলনের স্তরেও আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি স্বায়তত্বশাসনের মধ্য দিয়ে কীভাবে নতুন পথ খুঁজে নিতে ব্রতী হচ্ছে গ্রাম ভারতের প্রান্তিক মানুষ, যার নিকটতম গণতান্ত্রিক আত্মঘোষণার মঞ্চ গ্রামসভা এবং বাংলার প্রেক্ষিতে গ্রাম সংসদ। আমাদের কাছে যেহেতু পঞ্চায়েত একটি পরিপূর্ণ সামাজিক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত পরিণত হতে থাকা প্রতিষ্ঠান, সেই জন্য শুধুমাত্র কিছু রাষ্ট্রীয় স্তরের পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্যে তাকে সীমায়িত করে ফেলা চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার নামান্তর। অথচ এখনও পর্যন্ত গ্রাম ভারতের অগণিত নগ্নপদ মানুষ যে নিজেদের প্রয়োজন সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন এবং উপস্থাপন করতে পারেন এমন নয়, যদিও তিনিই সবচেয়ে ভাল বোঝেন নদী কতটা গভীর, অরণ্য কতটা রহস্যময়, আকাশ কতটা নীল এবং দারিদ্র কতটা যন্ত্রণাময় হতে পারে। এই সংশোধিত ও সংযোজিত সংকলনে সেই প্রাজ্ঞ গ্রাম ভারতের জন্য তুলে ধরা হল খুব সামান্য কিছু ভাবনা, যা আমাদের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি তাদের কাছ থেকেই।

এই সংযোজিত সংকলনে যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল অথচ গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন গ্রামীণ সমস্যাগুলি এবং তাদের নিরসনে মানুষ কীভাবে সমাধান উদ্যোগের পরিকল্পনা করবেন এবং সাংবিধানিক উপায় অবলম্বন করে সংসদ স্তরে রেজলিউশন নেবেন যাতে সরকারের প্রকল্প এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলি গ্রামেও প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করে। আমরা বিশ্বাস করি, সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রধান মর্মবিন্দু মানুষের অভিজ্ঞান আর আমাদের রেজলিউশনগুলির মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রতিধ্বনিত করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই অভিজ্ঞানবাহিত উচ্চারণ।

আমাদের নতুন সংস্করণ তখনই সার্থক হবে যখন শুনব গ্রামের নগ্নপদ মানুষ, রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী সকলের আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে আমাদের ভাবনাগুলি এবং আমরা আশা করব তাদের সুচিন্তিত মতামত, বিতর্ক, ভিন্নমত, যাতে প্রতিদিন সম্প্রসারিত হয় গণতন্ত্রের মানচিত্র। আমরা অপেক্ষায় রইলাম সেই দিনের।

শ্রী সুকুমার গাইন
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

স্বায়ত্ত্বশাসন

৭৩ আর ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীর শক্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন কম-বেশি সব জায়গাতেই একটু একটু করে স্থায়ী স্থান করে নিচ্ছে। তবে এখনও অনেক পথ চলা বাকি। মানুষের সমষ্টি চেতনার রঙে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন রাষ্ট্রের অঙ্গ হবে না সমাজের অঙ্গ হবে, স্বশাসন রাজনীতির অঙ্গ হবে না সংস্কৃতির অঙ্গ হবে, তা ভবিষ্যতই ঠিক করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, পরিবেশ, সংস্কৃতি..... জীবন যাপন ও জীবনধারণের সব ক্ষেত্রেই স্বায়ত্ত্বশাসনের বোধকে মানব মনের অন্দর মহলে পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

নিয়মনীতির কিছু কথা

১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পরিকল্পনা রচনার জন্য গ্রাম সভা গঠনের অধিকার দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তথা বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন পরিকল্পনায় তৃণমূল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণকে অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনে ও বিধিতে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১৬(ক) ধারায় সংসদ স্তরে সংসদ সভায় এবং ১৬(খ) ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গ্রাম সভায় প্রত্যেক ভোটার তথা নির্বাচকমণ্ডলীর উপস্থিতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের প্রস্তাব পেশ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় যথাযথ সহায়তা দেওয়ার জন্য সংসদস্তরে 'গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' গঠন ও তাদেরকে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংসদ এলাকা তথা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ২০০৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলীর ৭০ থেকে ৭৪ নিয়মে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার সহায়ক নীতির মূল কথা হল, সর্বনিম্ন যে স্তরে যে কাজ করা সম্ভব ও প্রয়োজন, সেই স্তরেই যাতে সেই কাজের জন্য পরিকল্পনা করা যায়, সেই বিষয়ে সুনিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা।

আইনের বিধান অনুযায়ী বছরে ২ বার (নভেম্বর ও মে মাসে) গ্রাম সংসদ সভা ও একবার (ডিসেম্বর মাসে) গ্রামসভায় ন্যূনতম ১০% ও ৫% ভোটারের উপস্থিতিতে নভেম্বরে বিগত ৬ মাসে এবং মে মাসে গত আর্থিক বছরে কী কী কাজ হয়েছে তার বিবরণ ও হিসাব-নিকাশ পেশ ও চলতি আর্থিক বছরে যা যা কাজ হবে তার বিবরণ পেশ এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে যে সব কাজ হতে পারে সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শোনা যায়, মানুষ সংসদ সভায় আসতে চান না। অনেক সময় কোরামের চেয়ে বেশি মানুষ উপস্থিত হলেও চাহিদা ও এলাকার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা না হওয়ায় তারা পরবর্তী সময়ে সংসদ সভায় যাওয়ার উৎসাহ হারান। এই সমস্যার প্রধান কারণ হল, মে সংসদ সভার পর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বা জনপ্রতিনিধির (যেখানে এখনও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়নি) সহায়তায় সংসদ এলাকার সব পাড়ায় বসে সম্ভাব্য কী কী কাজ করা যেতে পারে তার খসড়া তালিকা তৈরি ও সেগুলি সংকলিত করে নভেম্বর সংসদ সভায় পেশ ও অনুমোদন করা হয় না। বছরে একবার বা দু'বার সংসদ সভায় ডেকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ যেমন সুনিশ্চিত করা যায় না, তেমনি পাড়ায় পাড়ায় বসে আগাম খসড়া পরিকল্পনা তৈরি ও সংসদ সভায় পেশ করতে না পারলে সংসদ সভাকে সফল বা কার্যকরীও করা যায় না। আর একটা সমস্যা হল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথমবার নির্বাচিত হওয়ায় ক্ষেত্রভিত্তিক কী কী কাজ করা যেতে পারে জনপ্রতিনিধিগণ সেই ভাবনাও যোগাতে পারেন না। অধিকাংশ সংসদ সভায় রাস্তা সংস্কার বা তৈরি, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, কালভার্ট বা সেতু ও পুকুর সংস্কার এই কয়েকটি বিষয় ঘুরে ফিরে আসে। ফলে কৃষি, পশুপালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু উন্নয়ন, কাজের সুযোগ, সম্পদ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সংসদ সভায় স্থান পায় না।

আইন ও সংবিধান অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হবে সংসদ স্তরের পরিকল্পনা। সংসদ স্তরের পরিকল্পনায় বা সংসদ সভায় সাধারণ মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ ও অনুমোদিত হয় না বলেই, গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-সমিতি ভিত্তিক এবং তহবিল অনুযায়ী বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রচনায় সহস্র সমস্যার সম্মুখীন হন।

এই সমস্ত সমস্যাগুলির বিষয়ে অবগত হয়ে, গ্রাম সংসদ স্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভাবনা-চিন্তার প্রসার ঘটাতে এবং এলাকার সমস্যা, সমস্যার সমাধানে সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিতকরণ ও ধারণার বিকাশ ঘটাতে এই পুস্তিকা প্রকাশ একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ। পুস্তিকায় যেমনভাবে ব্যাখ্যাসহ সংসদ রেজলিউশনের উল্লেখ আছে, সেইরকম ভাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রেজলিউশন খাতার উপরে সংসদ সভার স্থান, তারিখ ও সময় লিখতে হবে। প্রথমে এই লাইনটি লিখে শুরু করুন;-

আজকের সংসদ সভায় সকলের উপস্থিতিতে আলোচনা, মতামত ও প্রস্তাব গ্রহণ করার পর নিম্নলিখিত কাজগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এরপর সমস্ত বিষয়গুলি ১নং, ২নং, ৩নং ---------- এইভাবে পরপর লিপিবদ্ধ করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতও প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাসহ আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত নেবে না। গ্রাম সংসদে গৃহীত বিষয়গুলি প্রথমে ক্ষেত্রভিত্তিক সংকলন এবং তারপর যে যে উপ-সমিতির আওতায় সেগুলি পড়ে, সেই উপ-সমিতিতে সংকলিত করে উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করবে। এরপর কোন তহবিল থেকে কী কী খরচের টাকা পাওয়া যেতে পারে তার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে।

এখানে প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদা আলাদা করে সংসদ রেজলিউশন ও গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনের নমুনা দেওয়া হয়েছে - এটা বোঝানোর জন্য যে, গ্রাম সংসদে বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না নিলে আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

সূচিপত্র

এম জি এন আর ই জি এস-এর অধীনে

- অপুষ্ট শিশুর পরিবারগুলিকে সম্পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি করণের উদ্যোগ ১২
- বাল্য বিবাহ, নারী-শিশু পাচার ও শিশু-শ্রমিক হ্রাসে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে বিশেষ উদ্যোগ ১২
- দুঃস্থ পরিবারের দুঃখ মোচনে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচির সদব্যবহার ১২
- গরীব পরিবারগুলিতে বহুবর্ষজীবি শাক-সবজির চারা তৈরি ও সরবরাহ ১৩
- অপুষ্টি দূরীকরণে ছোট ডোবায় বা চৌবাচ্চায় বা ট্যাঙ্কে জিয়ল মাছ চাষ ১৩
- দারিদ্র দূরীকরণে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে বিশেষ উদ্যোগ ১৪
- সারা বছর ব্যাপী চারা তৈরি ও শাক- সবজি উৎপাদনে কম খরচে শেড নেট ও গ্রীণ হাউস তৈরির উদ্যোগ ১৪
- কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ ও গহনা বাঁশ তৈরির উদ্যোগ ১৪
- মশলা বাগান করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ ১৫
- ওষধি গাছের প্রসারে ওষধি নার্সারী ও বাগান করার উদ্যোগ ১৫
- সুপারির সঙ্গে লাভজনক গোলমরিচ চাষের উদ্যোগ ১৫
- মাদুর, শীতল পাটি বা বেতের কাজের মতো কুটির শিল্পের প্রসারে উদ্যোগ ১৬
- বহুমুখী ফলদায়ক ভেটিভার ঘাসের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ ১৬
- চা-শিল্পে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নার্সারীতে চা গাছের চারা তৈরির উদ্যোগ ১৬
- চা বাগানগুলিতে শেড-ট্রি হিসাবে পরীক্ষমূলকভাবে আমলকী গাছ ব্যবহারের উদ্যোগ ১৭
- রাভা জনজাতির মহিলাদের ভিন্ন সৌন্দর্য্যের পোষাক তৈরির প্রশিক্ষণ ১৭

কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির অধীনে

- বারো মাসের জৈব সবজি বাগান ১৮
- বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ বাড়ানোর উদ্যোগ ১৮
- দানা ও তৈল জাতীয় শস্য উৎপাদনে সহায়তা ১৮
- রাস্তার ধার ও সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গায় বিউলি ও অড়হর চাষ ১৯
- পরিবার ভিত্তিক নার্সারী, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষপাট্টা প্রদান কর্মসূচি ১৯
- এলাকা ভিত্তিক স্থানীয় ফলের চারা উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি ১৯

- গাছ থেকে কলম তৈরির প্রশিক্ষণ ২০
- উন্নতমানের পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ ২০
- জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ ২০
- কেঁচো ও অন্যান্য জৈবসার তৈরির প্রশিক্ষণ ২১
- জৈবসার ও কীটরোধক তৈরির প্রশিক্ষণ ২১
- তরল সার তৈরির প্রশিক্ষণ ২১
- বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শোধন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২২
- সংসদ স্তরে শিক্ষানবীশ মনোনয়ন ২২
- জমির চাষোপযোগী অবস্থা বুঝতে মাটি পরীক্ষা ২২
- লবণাক্ত এলাকায় নার্সারী ও চারা গাছ সরবরাহ ২৩
- নার্সারীতে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা তৈরি ২৩
- লবণাক্ত এলাকায় সবজি চাষে সহায়তা ২৩
- বিপর্যয় সহনশীল ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ২৪
- অনাবাদী ও অসমতল জমিকে চাষযোগ্য করা ২৪
- খরা ও ভূমিক্ষয়-প্রবণ এলাকায় সবজি চাষ ২৪
- SRI ও SWI পদ্ধতিতে ধান ও গম চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২৫
- পাকা সেচনালা তৈরি ২৫
- পশুপাখির টিকাকরণ ও চিকিৎসা শিবির ২৫
- হাঁস-মুরগী পালনের জন্য সহায়তা ২৬
- ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য সহায়তা ২৬
- সাহিওয়াল জাতের উন্নত সংকর প্রজাতির গরুর কৃত্রিম প্রজনন ২৬
- উন্নতজাতের গৃহপালিত পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র ২৭
- স্কুলছুটদের জন্য পশুখাদ্য তৈরির কর্মসূচি ২৭
- মাছের ডিম ফোটানোর প্রশিক্ষণ ২৭
- পুকুর সংস্কার ও মাছ চাষে সহায়তা ২৮
- অরণ্য সংরক্ষণ কমিটির সক্রিয়করণ ২৮
- শস্যগোলা তৈরির উদ্যোগ ২৮

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির অধীনে

- স্কুলে সবজি ও ফলের বাগান ২৯
- স্কুলে পাঁচিল বা বেড়া, ফলবাগান ও জমি সমতলীকরণের উদ্যোগ ২৯
- স্কুলে এল. সি. ডি শো-এর ব্যবস্থা ২৯
- শিক্ষাঙ্গনের নার্সারীতে ফলের চারা তৈরি ও রোপণ ৩০
- বি. এম. আই. পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয় ৩০
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন ৩১
- মাতা-শিক্ষক সমিতি গঠন ও সক্রিয়করণ ৩১
- নতুন পাঠক্রম মেনে পঠন-পাঠন নিয়ে স্কুল-পঞ্চায়েত আলোচনা ৩১
- শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ভূমিকা ৩২
- সব বয়সের সব মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য 'আফটার স্কুল' কর্মসূচি ৩২
- ছুটিতে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আনন্দমূলক শিক্ষা শিবির ৩২
- স্কুল ভিত্তিক সৃজন উৎসব ৩৩
- ছাত্রছাত্রীদের সৃজন দক্ষতা প্রদর্শন ও উপস্থাপনের লক্ষ্যে সৃজন মেলার আয়োজন ... ৩৩
- ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা ৩৪
- স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ৩৪
- শিশুদের জন্য রক্ত পরীক্ষা শিবির ৩৪
- স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ৩৫
- স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ৩৫
- সাক্ষর উত্তীর্ণদের জন্য কর্মসূচি ৩৫
- চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা শিবির ৩৬
- অপুষ্টি দূরীকরণে সচেতনতা কর্মসূচি ৩৬
- গর্ভবতী মায়েদের জন্য সচেতনতা শিবির ৩৬
- শিশু শ্রমিকদের স্কুলে ভর্তি ও কোচিং-এর ব্যবস্থা ৩৭
- সুলভ শৌচাগার নির্মাণ ৩৭
- পানীয় জলের উৎসের চাতাল বাঁধানো ৩৭
- ধোঁয়াহীন চুলা তৈরির প্রশিক্ষণ ৩৮
- বুক ব্যাঙ্ক তৈরির উদ্যোগ ৩৮

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির অধীনে

- WHO-এর সূত্র অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টির মান নির্ণয় ৩৯
- অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালন কমিটি গঠন/সক্রিয়করণ ৩৯
- বাল্য বিবাহ ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে কর্মসূচি ৩৯
- কিশোরীদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি ৪০
- নারী ও শিশু পাচার রুখতে বিশেষ উদ্যোগ ৪০
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান ৪০

শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির অধীনে

- নিকাশি নালা নির্মাণ ৪২
- স্কুলছুটদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ ৪২
- অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্নাঘর/শৌচাগার নির্মাণ ৪২
- কমিউনিটি হল নির্মাণ ৪৩
- খেলার মাঠ সংস্কার ৪৩
- নতুন খেলার মাঠের ব্যবস্থা ৪৩

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির অধীনে

- সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাড়া বৈঠক ৪৪
- খসড়া কর্মপরিকল্পনা রচনার জন্য প্রশিক্ষণ ৪৪
- উপ-সমিতির সদস্য/সদস্যাদের জন্য প্রশিক্ষণ ৪৪
- অন্যত্র কাজে যাওয়ার আগে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভূক্তিকরণ ৪৫

এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৩টি নির্দেশিকা

- বৃক্ষপাট্টা সম্পর্কিত নির্দেশিকা ৪৬
- জীবিকা উন্নয়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকা ৫০
- 'আজকের মজুরি-আগামীর জীবিকা' সম্পর্কিত নির্দেশিকা ৫৮

'আজকের মজুরি-আগামীর জীবিকা' আদেশনামা সম্পর্কে

২০০৫ সালে লোকসভায় আংশিকভাবে হলেও কাজের অধিকারের আইনী স্বীকৃতি দিয়ে গরীব মানুষের পক্ষে ঐতিহাসিক ও অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টী অ্যাক্ট (পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় মহাত্মা গান্ধী এনআরইজিএ) পাশ এবং ২০০৬ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া কয়েকটি জেলায় আইনকে কর্মসূচিতে রূপান্তর করে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশের স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, বিশেষ করে সম্পদ সৃষ্টি হয় এমন কাজের জন্য এই প্রকল্পটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বড় তহবিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হল, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কর্মপ্রার্থীদের কাজ দিয়ে শুধু মজুরি প্রদান নয়, সেই মজুরি ও সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দুর্বলতর পরিবারগুলিকে দারিদ্রসীমার উপরে তুলে আনা। এমজিএনআরইজিএস -এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যাতে তৈরি সম্পদ থেকে ৩ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে নতুন সম্পদ তৈরি হয় এবং সৃষ্ট নতুন সম্পদ থেকে পরিবারগুলির ধারাবাহিক ভাবে আয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

এই প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের জন্য ২০০৬ সাল থেকে সরকার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বা আদেশনামা জারি করেছে। অতীতে জারি করা সম্পদ সৃষ্টি ও জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত আদেশনামাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গত ০৯/১০/১৭ (মেমো নং- ৪৯৯৫-আর ডি/ও/১৮এস-০২/১৬) তারিখে "আজকের মজুরি- আগামীর জীবিকা" শিরোনামে দারিদ্র দূরীকরণ ও ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্প বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আদেশনামা জারি করেছে।

এই আদেশনামাকে ভালভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায়, দারিদ্র মোচনই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এটিকে সামনে রেখে একদিকে যেমন দুঃস্থ ও অসহায়দের জন্য কিছু কাজ সৃষ্টি করা যায়, অন্যদিকে স্থানীয় উপযোগী সম্পদ তৈরি এবং তা থেকে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে ধারাবাহিকভাবে আয়ের পথও খুলে দেওয়া সম্ভব। এই আদেশনামায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, একটি গরীব পরিবারকে একটি প্রকল্পে আবদ্ধ না রেখে একাধিক প্রকল্পে আনা দরকার, যতক্ষণ না পরিবারটিকে মজুরির টাকা বাদে বার্ষিক ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার ভিত্তি হিসেবে সংসদ সভায় যাতে ভাবনাগুলি উঠে আসে এবং ভাবনার সাথে সংসদভিত্তিক পরিকল্পনায় কাজগুলি সংযুক্ত হয় তার জন্য এগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটি খসড়া রেজলিউশন আকারে আলাদা করে উল্লেখ করা হল।

এম জি এন আর ই জি এস-এর অধীনে

অপুষ্ট শিশুর পরিবারগুলিকে সম্পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি করণের উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র/প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক শিশু এখনও পরিবারের অভাব ও অজ্ঞতার কারণে অপুষ্টিতে ভোগে। আজকের সংসদ সভা প্রস্তাব করছে যে, সমস্ত অপুষ্ট শিশুর পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে সম্পদ তৈরি হয় এমন ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে ন্যূনতম ১০০ দিন করে কাজ দেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সহায়তায় সমস্ত অপুষ্ট শিশুর পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত পরিবারগুলির মুখ্য জীবিকা ও সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে সম্পদ তৈরি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ (যেমন পশুখাদ্য অ্যাজোলা তৈরি, কেঁচোসার তৈরি, নার্সারীতে চারা তৈরি, ছোট ছোট ফল বাগান তৈরি, পাকা বেডে জিয়ল মাছ চাষ, পশুপালনের জন্য ঘর তৈরি ইত্যাদি) বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

বাল্য বিবাহ, নারী-শিশু পাচার ও শিশু-শ্রমিক হ্রাসে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে বিশেষ উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের সংসদ এলাকায় অভাব ও অজ্ঞতার কারণে এখনও মাঝে মাঝে বাল্য বিবাহ, শিশু-নারী পাচারের মতো ঘৃণ্য ঘটনা ঘটছে। আবার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কয়েকটি পরিবারের শিশু, শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করে। আজ সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, এই সমস্ত পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ন্যূনতম ১০০ দিন করে কাজ দেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সহায়তায় বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার ঘটছে ও শিশু-শ্রমিক রয়েছে এমন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত পরিবারগুলিকে তাদের মুখ্য জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে বিভিন্ন কাজ (যেমন পশুখাদ্য অ্যাজোলা তৈরি, কেঁচোসার তৈরি, নার্সারীতে চারা তৈরি, ছোট ছোট ফল বাগান তৈরি, পাকা বেডে জিয়ল মাছ চাষ, পশু পালনের জন্য ঘর তৈরি ইত্যাদি) বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

দুঃস্থ পরিবারের দুঃখ মোচনে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচির সদ্ব্যবহার

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কয়েকটি সক্ষম পুরুষ ব্যতীত স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা বা একাকিনী বয়স্ক মহিলা বা পুরুষ, প্রতিবন্ধী, দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগা, শিশু-শ্রমিক প্রভৃতি দুঃস্থ পরিবার রয়েছে। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে যে, এই পরিবারগুলিকে বিভিন্ন স্কীমে বিশেষ করে এমজিএনআরই-জিএস- এর অধীনে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সহায়তায় দুঃস্থ পরিবার বিশেষ করে স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা বা বিপত্নীক, একাকিনী বৃদ্ধ মহিলা বা পুরুষ, প্রতিবন্ধী, শিশুশ্রমিক, দূরারোগ্য ব্যধিতে

ভোগা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। এই সমস্ত পরিবারগুলিকে আগামী বছরে এমজিএনআরইজিএস -এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে অথবা ক্লাস্টার ভিত্তিতে মাথা পিছু ১২-২৪ মাস বয়স্ক ২০০ চারার জন্য নার্সারী কর্মসূচিতে যুক্ত করা হবে। পরের আর্থিক বছরে তাদের বাড়ির কাছাকাছি সরকারি/পতিত রাস্তার ধার, নদীর ধার/চর, খাল পাড়, শ্মশান বা কবরস্থানে পড়ে থাকা জায়াগায় তাদের মাধ্যমে নার্সারীতে তৈরি ১২-২৪ মাসের ৫০-২০০টি চারা রোপণ করে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বৃক্ষপাট্টা প্রদান করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা হবে।

গরীব পরিবারগুলিতে বহুবর্ষজীবি শাক-সবজির চারা তৈরি ও সরবরাহ

সংসদ রেজুলিশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় গরীব পরিবারগুলি বিভিন্ন মরশুমের সময় শাক-সবজি খেলেও বাকি সময়ে প্রয়োজন মতো শাক-সবজি পায় না, ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়ার প্রবণতা বা অভ্যাস তৈরি না হওয়ায় অপুষ্টিতে ভোগে। আজকের সংসদ সভায় আমাদের প্রস্তাব, গরীব পরিবারগুলিতে সরবরাহ করার জন্য নার্সারীতে বহুবর্ষজীবী সবজির চারা তৈরি করে পরিবারগুলিতে সরবরাহ করা হোক, যাতে তারা সারা বছর ব্যাপী প্রয়োজনীয় শাক-সবজি খাওয়ার সুযোগ পায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজুলিশনঃ কয়েকটি সংসদ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, অপুষ্টি দূরীকরণের লক্ষ্যে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিচালনায় ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে কয়েকটি গরীব পরিবারের বাড়ির নার্সারীতে পেঁপে, কলা, সজিনা, কুদড়ি, বকফুল, পুঁইশাক ইত্যাদি বহুবর্ষজীবি সবজির চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। তৈরি চারা গরীব পরিবারগুলিতে প্রত্যেকটির কয়েকটি করে সরবরাহ করা হবে যাতে তারা সেগুলি তাদের পুষ্টি বাগানে রোপণ করে এবং সারা বছর কিছু না কিছু শাক-সবজির যোগান সেখান থেকে পায়।

অপুষ্টি দূরীকরণে ছোট ডোবায় বা চৌবাচ্চায় বা ট্যাঙ্কে জিয়ল মাছ চাষ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের এলাকায় খালে, বিলে/নদীতে আগে বিভিন্ন প্রজাতির যে সমস্ত মাছ পাওয়া যেত এখন তার বেশিরভাগই বিলুপ্তির পথে। ফলে যে সমস্ত গরীব পরিবারের মাছ কেনার পয়সা নেই, তাদের খাল-বিল-নদী থেকে মাছ মেরে পুষ্টির যোগানের সুযোগও নেই। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে এই সমস্ত অপুষ্টিতে ভোগা পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে ছোট পাকা চৌবাচ্চা অথবা ছোট ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করে জিয়ল মাছের পোনা সরবরাহ করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিচালনায় যে সমস্ত পরিবার অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের চিহ্নিত করা হবে। ব্লক মৎস আধিকারিক/মৎস দপ্তরের সহায়তায় পাকা চৌবাচ্চা বা ট্যাঙ্কে জিয়ল মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। যাদের বাড়ির কোনও কোনে আড়াই থেকে পাঁচ হাত X দেড় থেকে আড়াই হাত জায়গা আছে অথবা আর একটু বেশি জায়গা এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে তাদের পাকা চৌবাচ্চা বানিয়ে দেওয়া হবে। আর যাদের ওইটুকুও জায়গা নেই তাদের জন্য আড়াই হাত X দেড় হাত ছোট ট্যাঙ্ক কিনে দিয়ে মাগুর, শিঙি, কই ইত্যাদি জিয়ল মাছের পোনা সরবরাহ করা হবে।

দারিদ্র দূরীকরণে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে বিশেষ উদ্যোগ

সংসদ রেজুলিশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কিছু গরীব পরিবার রয়েছে, যাদেরকে সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এমজিএনআরইজিএস-কে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের জীবিকা উন্নয়ন ও সম্পদ সৃষ্টি হয় এমন ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের মাধ্যমে আশানুরূপভাবে দারিদ্র দূর করা যায়নি। আজকের সংসদ সভায় আমাদের প্রস্তাব, গরীব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের দারিদ্র দূর করার লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের অধীনে এনে তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ঘটানো হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজুলিশনঃ কয়েকটি সংসদ এলাকার জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যা ও সুপারভাইজারদের সহায়তায় প্রতি সংসদ এলাকায় সব থেকে পিছিয়ে পড়া ৩০-৫০টি গরীব পরিবারকে চিহ্নিত করা হবে। তারপর তাদের শারীরিক সক্ষমতা, মুখ্য জীবিকা ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে পশুখাদ্য অ্যাজোলা তৈরি, কেঁচো ও অন্যান্য জৈবসার তৈরি, নার্সারীতে বহুবর্ষজীবী সবজি ও ফলের চারা তৈরি, ক্ষুদ্র ফল বাগান তৈরি, মশলা ও ওষধি বাগান তৈরি, পাকা বেডে জিয়ল মাছ চাষ, পশুপালনের ঘর, মাদুর, শীতল পাটি, বেত, বাঁশ ইত্যাদি কুটির শিল্পের কাজ এমন একাধিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করে আগামী বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। 'আজকের মজুরি-আগামীর জীবিকা' এই মন্ত্রকে সামনে রেখে এইভাবে গরীব পরিবারগুলি যেমন তাদের নিজেদের বাড়িতেই ন্যূনতম ১০০ দিন কাজ পাবে, তেমনই মজুরির টাকা বাদে বার্ষিক ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়ার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।

সারা বছর ব্যাপী চারা তৈরি ও শাক-সবজি উৎপাদনে কম খরচে শেড নেট ও গ্রীণ হাউস তৈরির উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: গ্রামাঞ্চলে তাজা সবজির চাহিদা চিরকাল। বর্তমানে জৈব পদ্ধতিতে তৈরি শাক-সবজির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু মরশুমী বিভিন্ন শাক-সবজি ও ফলের চারা তৈরি ও সারা বছর ধরে শাক-সবজি উৎপাদন করার জন্য শেড নেট ও গ্রীণ হাউস নেই বললেই চলে। আজকের সংসদ সভায় আগ্রহী চাষীদের জন্য কম খরচে শেড নেট ও গ্রীণ হাউস তৈরিতে সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিচালনায় জৈব পদ্ধতিতে মরশুমী ও সারাবছর ব্যাপী বিভিন্ন শাক-সবজি ও ফলের চারা শেড নেট বা গ্রীণ হাউসে উৎপাদন করতে আগ্রহ রয়েছে এমন চাষীদের চিহ্নিত করা হবে। কৃষি/উদ্যানপালন দপ্তরের মাধ্যমে শেড নেট বা গ্রীণ হাউস তৈরির প্রশিক্ষণ ও সেখানে বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি ও চারা তৈরির জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় কম খরচে শেড নেট ও গ্রীণ হাউস তৈরির কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ ও গহনা বাঁশ তৈরির উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: বাঁশ গ্রামীণ জীবনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। আমাদের এলাকায় যথেষ্ট বাঁশের চাহিদা আছে/নেই। ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে বাঁশ চাষ বেশ লাভজনক। এছাড়া গহনা বাঁশের চাহিদা উত্তরোত্তর

বাড়ছে। আজকের সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, নার্সারীতে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ ও গহনা বাঁশ তৈরিতে উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সহায়তায় বাঁশ চাষে আগ্রহী চাষী/স্বনির্ভর দলকে চিহ্নিত করা হবে। কৃষি/বন/উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তায় চিহ্নিত চাষী/স্বনির্ভর দলকে কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ এবং গহনা বাঁশের নার্সারী তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং আগামী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে আগ্রহীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মশলা বাগান করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের এলাকায় কিছু কিছু তেজপাতার চাষ বা বাগান হলেও উচ্চ মূল্যপ্রদায়ী লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, এলাচ, ইত্যাদি মশলার চাষ বা বাগান করার আগ্রহ তেমনভাবে দেখা যায় না। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, মশলা চাষ বা বাগান করার জন্য চাষীদের উৎসাহিত করে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে আসবাবী বাগান, ফল বাগানের সাথে কিছু মশলা বাগান করানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: সংসদ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী, এলাকার কৃষি অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্লক কৃষি দপ্তর (এডিএ)-এর সহায়তায় মশলা বাগান করার জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা হবে। এই জন্য ব্লক এমজিএনআরইজিএস সেলের সহায়তায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় এমজিএনআরই-জিএস- এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে আদা, হলুদ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ ইত্যাদির বাগান করতে চাষী/আগ্রহী গরীব পরিবারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ওষধি গাছের প্রসারে ওষধি নার্সারী ও বাগান করার উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: বাজারে ওষধি গাছের উচ্চমূল্য ও চাহিদা থাকলেও, ওষধি বাগানের প্রসার তেমনভাবে ঘটছে না। আজকের সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, আগ্রহী চাষীদের চিহ্নিত করে কয়েকটি ওষধি গাছের নার্সারী ও বাগান তৈরি করতে উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে ওষধি বাগান করতে আগ্রহী চাষীদের চিহ্নিত করা হবে। এরপর কৃষি দপ্তর/ উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তায় আমলকী, হরিতকী, বহেরা, কালমেঘ, বাসক, ছাতিম, শতমূলী, চিরতা, অ্যালোভেরা, অর্জুন, নিম ইত্যাদির জন্য নার্সারীতে চারা তৈরি ও এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ওষধি বাগান তৈরির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সুপারির সঙ্গে লাভজনক গোলমরিচ চাষের উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: উত্তরবঙ্গে বহুল পরিমাণে সুপারির চাষ বিশেষ লাভজনক। কিন্তু সুপারির সঙ্গে সুপারি গাছে গোলমরিচের চাষের বিস্তার তেমনভাবে ঘটেনি, অথচ গোলমরিচ চাষ খুবই লাভজনক। ব্যাপকভাবে গোলমরিচের চাষ এলাকার কৃষি অর্থনীতির আমূল বদলে দিতে পারে। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, এলাকায় গোলমরিচ চাষে চাষীদের উৎসাহিত করা হোক এবং সুপারি বাগানে গোলমরিচ চাষে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ সভার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুযায়ী, কৃষি অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ়

করতে বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চাষীদের গোলমরিচ চাষে উৎসাহিত করা হবে। এবিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্লক কৃষি দপ্তর (এডিএ) ও প্রয়োজনে জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (সিপিসিআরআই, মোহিতনগর)-এর সহায়তা গ্রহণ করা হবে। আগামী আর্থিক বছরের কর্ম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দিয়ে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে বেশকিছু গোলমরিচের বাগান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মাদুর, শীতল পাটি বা বেতের কাজের মতো কুটির শিল্পের প্রসারে উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের এলাকায় অনেকে মাদুর বা শীতলপাটি বোনেন এবং বাঁশ ও বেতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ স্থানীয়ভাবে এগুলির কোনও বন নেই আবার চাষও হয় না। আমাদের সংসদ সভায় মাদুর, শীতল পাটি, বেতের এবং বাঁশের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির মতো কুটির শিল্পের প্রসারে স্থানীয়ভাবে এগুলির জন্য কাঁচামাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির নেতৃত্বে যারা মাদুর বোনেন বা শীতলপাটি কিংবা বাঁশ বা বেতের সামগ্রী তৈরি করেন, তাদের নিজেদের ও সরকারি জলাজমি চিহ্নিত করা হবে। কৃষি/বন/উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তায় তাদের জমিতে অথবা সরকারি জলা বা পতিত জমিতে এগুলির চাষ/বনসৃজন করতে আগামী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে এই কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো হবে।

বহুমুখী ফলদায়ক ভেটিভার ঘাসের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের এলাকাটি ছোট বড় খাল ও নদী বেষ্টিত হওয়ার ফলে ভাঙনপ্রবণ এবং পশুখাদ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আজকের সংসদ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে, ভাঙন-রোধ, পশুখাদ্য সহ বহুমুখী ফলদায়ক ভেটিভার ঘাসের নার্সারী ও চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ এলাকার প্রস্তাব অনুযায়ী, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে ভেটিভার চাষে আগ্রহী চাষী/স্বনির্ভর দলকে চিহ্নিত করে ব্লক এমজিএনআরইজিএস সেল/কৃষি বা বন বা উদ্যানপালন দপ্তরের সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ থেকে আগ্রহীদের বাছাই করে ভাঙনরোধক, হস্তশিল্পের সামগ্রী তৈরি, উন্নত প্রজাতির গো-খাদ্য ও অন্যান্য বহুমুখী ফলদায়ক হিসাবে এই ঘাস চাষের প্রসারে নার্সারী ও বন তৈরির উদ্দেশ্যে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় আগ্রহী উপভোক্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চা-শিল্পে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নার্সারীতে চা গাছের চারা তৈরির উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: উত্তরবঙ্গে মূলত চা বাগান ও চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি চালিত হয়। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালিকরা চা গাছের চারা অন্য এলাকা থেকে কিনে নিয়ে আসে। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে অথবা ক্লাস্টারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নার্সারীতে চা গাছের চারা তৈরি করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: বিভিন্ন সংসদ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী, চা বাগানগুলিতে সরবরাহ করার জন্য কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সহায়তায় স্থানীয়ভাবে নার্সারীতে চা গাছের চারা তৈরির উদ্যোগ

নেওয়া হবে। ব্লক এমজিএনআরইজিএস সেল-এর সহায়তায় এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে অথবা ক্লাস্টারের মাধ্যমে আগামী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় আগ্রহী গরীব পরিবারের মহিলাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে এই কাজ শুরু করা হবে।

চা বাগানগুলিতে শেড-ট্রি হিসাবে পরীক্ষমূলকভাবে আমলকী গাছ ব্যবহারের উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: উত্তরবঙ্গে মূলত চা বাগান ও চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠেছে। বাগানে বিভিন্ন ধরনের শেড-ট্রি লাগানো হয়। এই গাছগুলি থেকে ছায়া পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলি থেকে ফল বা আসবাবী কাঠ পাওয়া যায় না। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি চা বাগানগুলিতে শেড-ট্রি হিসেবে আমলকী গাছ লাগানোর জন্য মালিকদের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয়ভাবে নার্সারীতে ওই গাছের চারা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: বিভিন্ন সংসদ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী, চা বাগান কেন্দ্রীক অর্থনীতিতে স্থানীয় ভাবে প্রভাব ফেলতে চা বাগানগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শেড-ট্রি হিসেবে আমলকী গাছ লাগানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করবে ও প্রস্তাব দেবে। চাহিদা অনুযায়ী আগামী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে অথবা ক্লাস্টারের মাধ্যমে আগ্রহী গরীব পরিবারের নাম অন্তর্ভুক্ত করে নার্সারীতে আমলকীর চারা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

রাভা জনজাতির মহিলাদের ভিন্ন সৌন্দর্য্যের পোষাক তৈরির প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ সহাবস্থান। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন সৌন্দর্য্য বহন করে। বিশেষ করে, রাভা জনজাতির কেবলমাত্র স্বল্প সংখ্যক মহিলা তাদের মায়ের কাছ থেকে শেখা কাঠের তৈরি তাঁতেই এই ভিন্ন ধরনের পোষাক তৈরি করতে পারেন। আজকের সংসদ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে, যে সমস্ত রাভা মহিলা এই শিল্পকর্ম জানেন তাদের মাধ্যমে আগ্রহী ওই মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের জন্য তাঁতের ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুসারে এবং বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতি রক্ষার্থে ও কুটির শিল্পের প্রসারে শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির নেতৃত্বে এলাকার বিভিন্ন জনজাতি, যারা ভিন্ন ভিন্ন কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করা হবে। বিশেষ করে, রাভা জনজাতির মহিলা যারা কাঠের তৈরি তাঁতে মহিলাদের পোষাক তৈরি করে তাদের চিহ্নিত করা হবে। বয়ন শিল্প ও তাঁত শিল্প দপ্তরের সহায়তায় আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পরে পরিবারে বাড়তি আয়ের পথ সুগম করতে তাঁত সহ অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির অধীনে

বারো মাসের জৈব সবজি বাগান

সংসদ রেজলিউশনঃ মরশুম ভিত্তিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শাক-সবজির অভাবে আমাদের সংসদ এলাকায় অনেক পরিবারই অপুষ্টিতে ভোগে। তাই সংসদ প্রস্তাব করছে যে, ওই পরিবারগুলিকে বাড়িতেই জৈব পদ্ধতিতে বারো মাসের ঘরোয়া সবজি বাগান করতে উৎসাহিত করা হোক। এজন্য পঞ্চায়েতের তরফে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সবজির বীজ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রামের গরীব মানুষের অপুষ্টি দূর করতে সংসদ ভিত্তিক জৈব পদ্ধতিতে বারো মাসের ঘরোয়া সবজি বাগান করার জন্য সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট কিংবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়া হবে।

বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ বাড়ানোর উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় অনেক মানুষই অপুষ্টিতে ভোগেন। কারণ আর্থিক সক্ষমতার অভাবে পিছিয়ে পড়া বেশিরভাগ গরীব পরিবারে নিয়মিত ডাল খাওয়ার অভ্যাস নেই। পাশাপাশি ডাল চাষে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, এনিয়েও সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাই সংসদ সভা প্রস্তাব করছে যে, গ্রামীণ পুষ্টির মানোন্নয়ন ও মাটির উর্বরতা ফিরে পেতে আরও ব্যাপক হারে ডাল চাষ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়াতে বিভিন্ন সংসদে ডাল চাষের প্রসার ঘটাতে কৃষকদের নিজেদের জমি ও জমির আল ছাড়াও রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, নদী বা খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা ব্যবহার করে সংসদ স্তরে বিভিন্ন ধরনের ডাল (মুগ, মুসুর, খেসারি, বিউলি, অড়হর ইত্যাদি) চাষ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে ব্লকের কৃষি দফতরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, বীজ ও কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

দানা ও তৈল জাতীয় শস্য উৎপাদনে সহায়তা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় কিছু গরীব পরিবার ও কার্যকরী দল নিজ জমিতে বা লিজ প্রাপ্ত জমিতে দানা ও তৈল জাতীয় ফসল উৎপাদন করে। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা চিহ্নিত গরীব পরিবার ও কার্যকরী দলকে প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করা হবে যারা উৎপাদনের পরে সরবরাহ করা বীজ ফেরত দেবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির দ্বারা চিহ্নিত সেই সমস্ত গরীব পরিবার ও কার্যকরী দলকে বিভিন্ন ধরনের দানা ও তৈল জাতীয় মাঠ ফসলের বীজ সরবরাহ করা হবে যারা উৎপাদনের পরে সরবরাহ করা বীজ সমপরিমাণে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফিরিয়ে দেবেন। এরজন্য সংসদ পিছু ..... টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির জন্য বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে।

রাস্তার ধার ও সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গায় বিউলি ও অড়হর চাষ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় রাস্তার ধারে কয়েকটি জায়গায় কয়েকবার বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। আজ সংসদ সভায় আমাদের প্রস্তাব, ওই জায়গাগুলিতে বিউলি ও অড়হর গাছ লাগানোর জন্য কাছাকাছি থাকা গরীব পরিবার/কার্যকরী দলগুলিকে বীজ সরবরাহ ও অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির/পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় -------, -------, ------, ------- নং সংসদ এলাকায় রাস্তার ধারে এবং সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গার কাছাকাছি গরীব পরিবার/ কার্যকরী দলগুলির মাধ্যমে ---------- মিটার/কিমি জায়গায় বিউলি ও অড়হর গাছ লাগানো হবে। কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট থেকে অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে --------- কেজি অড়হর বীজ (যার আনুমানিক মূল্য --------- টাকা) সরবরাহ করা হবে।

পরিবার ভিত্তিক নার্সারী, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষপাট্টা প্রদান কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ প্রথমে আমাদের সংসদে পড়ে থাকা সরকারি জমি যেমন রাস্তার ধার, নদী বা খালের ধার, পুকুর পাড়, শ্মশান ঘাট ইত্যাদি জায়গা চিহ্নিত করা হোক। এরপর আগ্রহী পরিবারগুলিকে দিয়ে নিজেদের জায়গায় নার্সারী তৈরি করিয়ে চিহ্নিত সরকারি জায়গায় এক বছর বয়সী ৫০ থেকে ২০০টি করে চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং চারাগুলির ফাঁকে ফাঁকে জীবন্ত বেড়া তৈরির জন্য অড়হর বীজ রোপণের ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ MGNREGS-এর অধীনে পরিবার পিছু একজন আগ্রহী জবকার্ড হোল্ডারকে ৫০ থেকে ২০০টির কিছু বেশি বিভিন্ন গাছের বীজ ও প্যাকেট দেওয়া হবে। নিজেদের জায়গায় নার্সারী করে এক থেকে দু'বছর বয়সী ৫০ থেকে ২০০টি চারা চিহ্নিত সরকারি বা মালিকানাহীন পতিত জায়গায় রোপণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। পরিবারগুলির গাছ থেকে প্রাপ্ত ফল, পাতা ও জ্বালানি সংগ্রহ ও ভোগ করার অধিকার থাকবে। দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথা মাথায় রেখে গাছগুলি কাটার উপযোগী হলে ওই ব্যক্তি গাছের ৭৫ শতাংশ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ২৫ শতাংশ ভাগ পাবেন। এজন্য সরকারি নির্দেশ মেনে পঞ্চায়েতের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে গাছ-পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এলাকা ভিত্তিক স্থানীয় ফলের চারা উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমরা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের সংসদ এলাকায় কার্যকরী দলের মাধ্যমে উন্নত জাতের লেবু, কলা, পেয়ারা, পেঁপে, আমলকী, ডালিম ইত্যাদি ফলের চারা ব্যক্তিগত ও যৌথ পুষ্টি বাগানে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হোক। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা লিজ-প্রাপ্ত অথবা সরকারি জমিতে এরজন্য মা-বাগান তৈরি করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা চিহ্নিত লিজ-প্রাপ্ত অথবা সরকারি জমিতে MGNREGS অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিলের মাধ্যমে প্রতিটি সংসদে লেবু, ডালিম, কলা, পেঁয়ারা, আতা, সবেদা, আমলকী ও পেঁপের চারা তৈরির জন্য মা-বাগান তৈরি করা হবে। মা-বাগানে তৈরি চারা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির সহায়তায় চিহ্নিত ব্যক্তিগত ও যৌথ পুষ্টি বাগানের জন্য সরবরাহ করা হবে।

গাছ থেকে কলম তৈরির প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় গাছ থেকে কলম তৈরি করার পদ্ধতি জানেন এমন চাষী নেই। আমরা সংসদ সভায় গরীব কৃষক পরিবারের যুবক-যুবতীদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/ পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় সংসদ পিছু ৪-৫ জন গরীব পরিবারের আগ্রহী যুবক-যুবতীদের সহকারি কৃষি উন্নয়ন অধিকর্তার উপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কলম তৈরি বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণ বাবদ আনুমানিক (৫০ জন X ৫০ টাঃ)=২৫০০/- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে।

উন্নতমানের পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় পশুপালন অন্যতম জীবিকা হলেও পশুখাদ্যের অভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সেই জন্য উৎকৃষ্টমানের পশুখাদ্য, অ্যাজোলা নিয়ে প্রচার ও প্রসার আরও বাড়ানো হোক। যাতে অ্যাজোলার সুফল বোঝার পর সংসদের পশুপালনকারী পরিবারগুলি নিজেরাই তা উৎপন্ন করে এবং পশুখাদ্য হিসেবে তা ব্যবহার করতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রামের মানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে সংসদে সংসদে আরও বেশি বেশি করে উৎকৃষ্টমানের পশুখাদ্য, অ্যাজোলার চাষ ও ব্যবহার হাতে-কলমে শেখানো হবে। এজন্য কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে ব্লকের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের সাহায্য নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অ্যাজোলা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশনঃ রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের ভয়াবহতা রুখতে জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নিলেও হাতে-কলমে প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাবে বাস্তবে এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত আশানুরূপ ফল মেলেনি। সংসদ স্তরে ৫-১০ জন আগ্রহী চাষীকে চিহ্নিত করে তাদেরকে হাতে-কলমে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হোক, যাতে তারা ধারাবাহিকভাবে জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজ জারি রেখে সার্বিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের ভয়াবহতা রুখতে জৈব পদ্ধতিতে চাষবাস বাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে প্রতি সংসদ থেকে ৫-১০ জন আগ্রহী চাষীদের চিহ্নিত করে সহকারি কৃষি অধিকর্তার সহায়তায় তাদের নিয়ে প্রথমে জৈব পদ্ধতিতে চাষ বিষয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ এবং তারপর যাতে ধারাবাহিকভাবে হাতে-কলমে প্রযুক্তিগত সহায়তার কাজ চলতে থাকে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই বিষয়ে কৃষি দফতরের সহায়তা ছাড়া আনুষাঙ্গিক খরচ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

কেঁচো ও অন্যান্য জৈবসার তৈরির প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকায় তথা রাজ্যে চাষের জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে জমি উর্বরতা তথা জৈব শক্তি হারিয়ে বন্ধ্যায় পরিণত হতে চলেছে। এই বিপদ থেকে বাঁচতে এলাকার গরীব পরিবারের যুবক-যুবতীদের কেঁচো ও অন্যান্য জৈবসার তৈরির বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের পরে তারা যাতে ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় এলাকার গরীব ও বেকার কিন্তু জবকার্ডধারী ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করে সংসদ পিছু ৮-১০ জনের সর্বমোট ১৩০-১৫০ জনের জৈবসার বিশেষ করে, কেঁচোসার তৈরি ও তার ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণের পরে তারা যাতে নিজেরা কেঁচোসার তৈরি, ব্যবহার ও বিক্রি করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রত্যেকের জন্য MGNREGS-এর অধীনে ৩৬০ সেমি লম্বা, ১০০ সেমি চওড়া ও ৭৫ সেমি গভীরতা সম্পন্ন মাপের একটি করে পাকা চৌবাচ্চা (যার মাঝখানে একটি পার্টিশন দেওয়াল থাকবে) নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

জৈবসার ও কীটরোধক তৈরির প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বিভিন্ন নামী-দামী কোম্পানির তৈরি সার ও কীটনাশক যেমন মানুষ ও অন্যান্য উপকারী পতঙ্গের ক্ষতি করে তেমনি পরিবেশ ও চাষের জমিকেও ভীষণভাবে ক্ষতি করে। জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসারের জন্য উৎসাহী স্বনির্ভর/কার্যকরী দলের সদস্যা, ছোট চাষী ও বিশেষ করে গরীব ঘরের যুবক-যুবতীদের হাতে-কলমে কেঁচোসার, জৈবসার, তরল সার ও ভেষজ কীটরোধক তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে তারা বাড়িতেই এগুলি তৈরি করতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির নেতৃত্বে ও ব্লকের সহকারী কৃষি উন্নয়ন অধিকর্তার সহায়তায় আগ্রহী স্বনির্ভর/কার্যকরী দলের সদস্যা, ছোট চাষী ও গরীব ঘরের যুবক -যুবতীদের জন্য সংসদ পিছু ৫ জনকে বিভিন্ন ধরনের জৈবসার তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বাড়িতে এই উদ্যোগ শুরু করার জন্য উপকরণ বাবদ ৩০০ টাকা করে সংসদ পিছু ৫ X ৩০০=১৫০০ টাকা খরচ করা হবে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির জন্য বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে।

তরল সার তৈরির প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে পরিবেশ ও জমির ক্ষতি হচ্ছে। আজকের সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তরল সার তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ছোট চাষীরা এই উচ্চমানের সার তৈরি করে তাদের জমিতে ব্যবহার করে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ ব্লক ও জেলার কৃষি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে সংসদ পিছু ১০ জন জবকার্ডধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ছোট চাষীকে চিহ্নিত করে তাদেরকে জৈব কীটরোধক (তরল সার) তৈরি ও তার ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর উৎসাহী

জবকার্ডধারী চাষীদের মাধ্যমে তা তৈরির উদ্দেশ্যে ১মিঃ X ১মিঃ X ১মিঃ পাকা চৌবাচ্চা তৈরির জন্য সর্বোচ্চ ৩টি করে ৩ X ২০০০ টাকা = ৬০০০ টাকা করে প্রত্যেক চাষীর জন্য MGNREGS-এর মাধ্যমে খরচ করা হবে।

বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শোধন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বাজার থেকে কেনা বীজে অনেক সময় ফসল ভাল হয় না এবং বীজ রাখাও যায় না। আবার স্থানীয়ভাবে ভাল বীজ পাওয়াও যায় না। এমতাবস্থায় আমরা সংসদ সভায় এলাকার ছোট চাষীদের ও সবজি/পুষ্টি বাগানে কর্মরত গরীব পরিবারের ১৬-২৫ বছরের যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন ধরনের 'স্থানীয় প্রজাতির বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শোধন পদ্ধতি' বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির নেতৃত্বে আগ্রহী ছোট চাষী, বিশেষ করে গরীব পরিবারের যুবক-যুবতীদের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে একদিনের জন্য 'বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শোধন পদ্ধতি' বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই কাজের খরচ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

সংসদ স্তরে শিক্ষানবীশ মনোনয়ন

সংসদ রেজলিউশনঃ গ্রামীণ উন্নয়নের কাজকে আরও সহজতর করতে পুষ্টির মানোন্নয়ন ও জীবন-জীবিকার মানকে উন্নত করার লক্ষ্যে সংসদ স্তরে উৎসাহী কিছু বিবাহিতা যুবতীদের শিক্ষানবীশ হিসেবে সাহায্য নেওয়া ও সহায়তা দেওয়া হোক, যারা ওই সংসদ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। একজন আদর্শ শিক্ষানবীশ হিসেবে যারা নিজেরা বিভিন্ন জিনিস হাতে-কলমে শিখবে এবং গ্রামের গরীব পরিবারগুলিকে তা শিখিয়ে তাদের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানের উন্নতি ঘটাবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ সংসদ এলাকার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে উৎসাহী বিবাহিতা যুবতী, যার বাড়ি ওই এলাকায় এমন একজনকে সংসদ স্তরের শিক্ষানবীশ মনোনীত করে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। যারা নিজেরা হাতে-কলমে বিভিন্ন জিনিস শিখবেন এবং গ্রামের গরীব পরিবারগুলিকে তা শেখাবেন, এজন্য শিক্ষানবীশ ওই যুবতীকে একটি স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। যে টাকা পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল, রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল কিংবা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা MGNREGS থেকে খরচ করা হবে।

জমির চাষোপযোগী অবস্থা বুঝতে মাটি পরীক্ষা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় অধিকাংশ জমিতে আগের তুলনায় বেশি সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে ফলন কমছে। মাটির উর্বরা শক্তি ও জৈব শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাটির বর্তমান অবস্থা জানা দরকার। আমরা অদ্যকার সংসদ সভায় এলাকার চাষীদের জমিগুলির মাটি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আগ্রহী সমস্ত চাষীদের চাষযোগ্য জমির মাটি পরীক্ষা করার জন্য কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি সংশ্লিষ্ট দফতরের সহায়তায় এই কাজের জন্য যথাযথ

উদ্যোগ নেবে। মাটি পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে কোন মাটিতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা জানা-বোঝার জন্য রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিলের সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে চাষীদের সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

লবণাক্ত এলাকায় নার্সারী ও চারা গাছ সরবরাহ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকা নদীবহুল ও লবণাক্ত হওয়ায় অনেক গাছ ও ফসল ভাল হয় না। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, শিরীষ, জাম, সোনাঝুরি, মেহগনি, শিমূল, দেশি নিম, কুল ইত্যাদি লবণাক্ত এলাকায় সহনশীল গাছের নার্সারী তৈরির উদ্যোগ এবং নার্সারীতে তৈরি চারা গাছ কয়েকটি করে গরীব পরিবারের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় চিহ্নিত/গঠিত স্বনির্ভর/কার্যকরী দলগুলি যাতে ২-৪ হাজার করে শিরীষ, জাম, সোনাঝুরি, মেহগনি, শিমূল, দেশি নিম, কুল ইত্যাদি লবণাক্ত এলাকায় সহনশীল গাছের নার্সারী করতে পারে তার জন্য MGNREGS-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বীজ, অন্যান্য উপকরণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে গ্রাম পঞ্চায়েত। নার্সারীতে তৈরি সকল রকমের কয়েকটি করে চারা গাছ চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলিকে ভর্তূকীমূল্যে বিতরণ করা হবে।

নার্সারীতে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা তৈরি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকাটি উপকূল, ছোট ছোট দ্বীপ ও ছোট বড় নদী বেষ্টিত। ভূমিক্ষয়, ঝড় ঝঞ্ঝা ও নদীবাঁধ ভাঙন তথা প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে উপকূল বরাবর ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ লাগানোর জন্য ম্যানগ্রোভ নার্সারী করার প্রয়োজন রয়েছে। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, স্বনির্ভর দল বা কার্যকরী দলের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ নার্সারীতে চারা তৈরি করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিচালনায় এবং বন দফতরের সহায়তায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা চিহ্নিত আগ্রহী স্বনির্ভর দল/কার্যকরী দলের মাধ্যমে সংসদ পিছু ম্যানগ্রোভ নার্সারীতে বাইন, গর্জন, গোলপাতা, সুন্দরী, ক্যাওড়া ইত্যাদি ৫০০০ চারা তৈরির জন্য MGNREGS থেকে চারা পিছু আনুমানিক ---------- টাকা হারে মোট ---------- হাজার X ---------- টাকা = ---------- টাকা খরচ করা হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সবজি চাষে সহায়তা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকা নদীবহুল ও লবণাক্ত হওয়ায় অনেক শাক-সবজি ভাল হয় না। আমরা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম বিট, কচু, রাঙা আলু, লঙ্কা, পুঁইশাক ইত্যাদি লবণাক্ত এলাকায় সহনশীল শাক-সবজি চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় চিহ্নিত স্বনির্ভর/কার্যকরী দল ও গরীব চাষীরা সংসদ পিছু ২টি জায়গায় ৫ কাঠা জমিতে বিট, কচু, রাঙা আলু, লঙ্কা, পুঁইশাক ইত্যাদি লবণাক্ত এলাকায় সহনশীল ফসল চাষ করে তারজন্য প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হবে। যারা উৎপাদনের পর বীজের টাকা

অথবা সমপরিমাণে বীজ গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরত দেবে এবং নিজের সংরক্ষিত বীজ থেকে পুনরায় চাষ করবে এমন দল/চাষীদের জন্য বীজ ক্রয় বাবদ ১৫টি সংসদে আনুমানিক ১৫ X ২ X ১০০=৩০০০/- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে।

বিপর্যয় সহনশীল ধান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ বিগত ২০০৯ সালের আয়লা বিপর্যয়ের পর কিছু চাষী বিশেষ প্রজাতির প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহনশীল দেশীয় ধান চাষ করে উপকৃত হয়েছেন এবং বিপর্যয় উত্তর জীবিকা নির্বাহে কৃষিকে ধরে রাখতে পেরেছেন। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এই ধরনের পুরনো ধানের বীজের তালিকা তৈরি এবং তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির নেতৃত্বে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় নোনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহনশীল বিশেষ প্রজাতির দেশীয় ধানের সমীক্ষা করে তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এরপর বিপর্যয় উত্তর জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি ও কৃষি ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে কৃষি দফতরের সহায়তায় উল্লিখিত ধানের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং এই বিষয়ে সচেতনতার জন্য কৃষকদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

অনাবাদী ও অসমতল জমিকে চাষযোগ্য করা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কিছু অনাবাদী জমি আছে। কিছু উঁচু-নীচু বা অসমতল জমিও আছে, যেখানে চাষাবাদ হয় না। আমরা আজ সংসদ সভায় প্রস্তাব করছি যে, অনাবাদী ও অসমতল জমিগুলি চিহ্নিত করে আবাদী ও সমতল করার ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সক্রিয় সহায়তায় চিহ্নিত অনাবাদী ও উঁচু-নীচু বা অসমতল জমিগুলি চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত জমিগুলি নির্মাণ সহায়কের সহায়তায় MGNREGS-এর অধীনে IBS-এর বাজেট তৈরি করে আবাদী ও সমতল তথা চাষযোগ্য করার ব্যবস্থা করা হবে।

খরা ও ভূমিক্ষয়-প্রবণ এলাকায় সবজি চাষ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকা খরা ও ভূমিক্ষয়-প্রবণ। আমরা আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম ভূমিক্ষয় রোধে এবং যেখানকার মাটি সেখানেই ধরে রেখে চাষাবাদের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিচালনায় এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় চিহ্নিত ভূমিক্ষয়-প্রবণ জমিগুলি যেগুলি বাড়ির কাছে সেগুলিতে গর্ত খুঁড়ে জল ধরে রেখে সবজি চাষে সহায়তা করা হবে। এই কাজগুলির জন্য MGNREGS-এর অধীনে IBS-এর বাজেট বানিয়ে খরচ বহন করা হবে।

SRI ও SWI পদ্ধতিতে ধান ও গম চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় SRI (System of Rice Intensification) বা সমন্বিত ধান চাষ পদ্ধতি এবং SWI (System of Wheat Intensification) বা সমন্বিত গম চাষ পদ্ধতিতে ধান ও গম চাষ একেবারেই হয় না বা খুব কম হয়। আমরা জেনেছি, SRI ও SWI পদ্ধতিতে চাষে জল কম লাগে, রোগপোকা প্রায় লাগেই না এবং ফলন প্রায় দেড়গুণ হয়। এই বিষয়ে আমরা আগ্রহী চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং ব্লকের সহকারী কৃষি উন্নয়ন অধিকর্তার সহায়তায় আগ্রহী চাষীদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে SRI ও SWI পদ্ধতিতে ধান ও গম চাষ বিষয়ে একদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণের খরচ আনুমানিক ----- -----টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

পাকা সেচ নালা তৈরি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকার মাঠে যে খাল বা ড্রেন আছে, সেখানে বর্ষার পরে কয়েক মাস জল থাকলেও একটু দূরে জল নিয়ে গিয়ে চাষের কাজে লাগানোর এখনও কোনও ব্যবস্থা নেই। আমরা সংসদ সভায় খাল বা ড্রেন থেকে ১টি ৫০০মি./২৫০মি. পাকা সেচ নালা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির পরিচালনায় -----,-----ও------- নং সংসদ এলাকায় ৩টি পাকা সেচ নালা তৈরি করা হবে। ৩ X ৫ X ৫০০মি. মাপের তিনটি পাকা সেচ নালা তৈরির জন্য আনুমানিক ------- টাকা MGNREGS-এর মাধ্যমে তৈরি স্কিম ও বাজেট অনুযায়ী খরচ করা হবে।

পশুপাখির টিকাকরণ ও চিকিৎসা শিবির

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বহু পরিবার হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু অনেক সময় এই সমস্ত গৃহপালিত প্রাণীর অসুখ হয় এবং মারাও যায়। সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, বছরে অন্তত একবার পশুপাখির টিকাকরণ ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রচার বাবদ খরচের জন্য হাঁস ও মুরগী পিছু ২ টাকা, ছাগল ও ভেড়া পিছু ৫ টাকা এবং গরু ও মহিষ পিছু ১০ টাকা অনুদান হিসেবে সংগ্রহ করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে পঞ্চায়েত সদস্য/গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় প্রতিটি সংসদ এলাকায় বছরে অন্তত একবার পশুপাখি টিকাকরণ ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি শিবির পরিচালনার জন্য প্রচার খরচ বাবদ সর্বোচ্চ ---------- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

হাঁস-মুরগী পালনের জন্য সহায়তা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কিছু গরীব পরিবার এবং স্বনির্ভর/কার্যকরী দল আছে পয়সার অভাবে যাদের ডিম ও মাংস জাতীয় খাদ্য কেনার সামর্থ্য নেই। সংসদ এলাকার এমন গরীব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে হাঁস ও মুরগীর বাচ্চা কিনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক, যাতে তারা ডিম ও মাংস খেতে পারে এবং প্রয়োজনে কিছুটা বিক্রি করতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় প্রস্তাবিত গরীব পরিবারের/দলের নামগুলি যাচাই করবে। নামগুলি যোগ্য বিবেচিত হলে এক-একটি পরিবারকে ৫টি করে আর আই আর প্রজাতির মুরগীর বাচ্চা ও ৫টি করে খাকি ক্যাম্পবেল প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হবে। যারা এক বছরের মধ্যে ডিম ফুটিয়ে সমপরিমাণ হাঁস ও মুরগীর বাচ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফেরত দেবে এমন পরিবারগুলির জন্য ---------- টি মুরগীর বাচ্চা ও ---------- টি হাঁসের বাচ্চার জন্য আনুমানিক ---------- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট থেকে খরচ করা হবে অথবা ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর থেকে উপকরণ ও করিগরি সহায়তা নেওয়া হবে।

ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য সহায়তা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় কয়েকটি দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন পরিবার আছেন যারা খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। আমরা প্রস্তাব করছি যে, এই সমস্ত সহায় সম্বলহীন গরীব পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিবার পিছু ২টি করে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের মাদি ছাগল/গাড়ল জাতের মাদি ভেড়ার বাচ্চা আদি পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় প্রস্তাবিত পরিবারগুলি সত্যি সত্যি দুঃস্থ ও সহায় সম্বলহীন কিনা এবং ছাগলের/ ভেড়ার বাচ্চা পালন করতে পারবে কিনা তা যাচাই করা হবে। আদি প্রথায় বাচ্চা ফেরত দিতে ইচ্ছুক পরিবারগুলির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ২টি করে মাদি ছাগল/গাড়ল প্রজাতির ভেড়ার বাচ্চা কিনে দেবে। -------- টি ছাগী/মাদি ভেড়ার বাচ্চার জন্য -------- X ------- টাকা = মোট ---------- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে। এছাড়া ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর থেকে উপকরণ ও করিগরি সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

সাহিওয়াল জাতের উন্নত সংকর প্রজাতির গরুর কৃত্রিম প্রজনন

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকায় বহু মানুষ গৃহপালিত পশু বিশেষ করে, গরু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু দেশি সাহিওয়াল জাতের দ্বারা উন্নত সংকর প্রজাতির গরু (কমপক্ষে দৈনিক ৭-৮ লিটার দুধ দেয়) পালনের প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, আগ্রহী পরিবারগুলি যাতে দেশীয় সাহিওয়াল জাতের দ্বারা উন্নত সংকর প্রজাতির গরু পালন করে লাভবান হন, তার জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এর প্রসার ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির/ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় দেশি সাহিওয়াল জাতের দ্বারা উন্নত সংকর প্রজাতির গরু পালন করতে

আগ্রহী এমন চাষীদের চিহ্নিত করা হবে। এরপর প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের সহায়তায় চাষীরা উল্লিখিত সংকর প্রজাতির সাহিওয়াল গরু পালন করতে পারেন, তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নিয়মিত বিশেষ কৃত্রিম প্রজনন শিবিরের আয়োজন করা হবে।

উন্নতজাতের গৃহপালিত পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদে অনেক পরিবারই তাদের বাড়িতে বিভিন্ন পশুপাখি পালন করেন। কখনও তা ব্যবসায়ীকভাবেও করা হয়। তাই সংসদে যদি একটি উন্নতজাতের গৃহপালিত পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। তবে গরীব পরিবারগুলিকে বাইরে থেকে উন্নত প্রজাতির পশুপাখি আনতে হবে না ফলে ব্যবসায়ীকভাবেও তা অনেক বেশি লাভজনক হবে। তাই সংসদ সভা প্রস্তাব করছে যে, এখানে ছোট ছোট কয়েকটি উন্নতজাতের গৃহপালিত পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ সংসদ ভিত্তিক চাহিদার নিরিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, পঞ্চায়েতের কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে ব্লকের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের সহযোগিতায় ছোট ছোট কয়েকটি উন্নতজাতের গৃহপালিত পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এজন্য পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল কিংবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে ---------- টাকা খরচ করা হবে।

স্কুলছুটদের জন্য পশুখাদ্য তৈরির কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ বহু স্কুলছুট রয়েছেন যাদের বয়স ১৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং যারা পশুপাখি পালনকে নিজেদের জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু বাজারে পশুখাদ্যের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পেশায় টিঁকে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। সংসদ সভায় আমাদের প্রস্তাব, এলাকার বেকার তথা স্কুলছুটদের জন্য স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য পশুখাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কয়েকটি সংসদের প্রস্তাব ও এলাকার বেকার ও স্কুলছুটদের কথা বিবেচনা করে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য পশুখাদ্য তৈরির ফর্মূলা বানাবে। তারপর আগ্রহী বেকার ও স্কুলছুটদের জন্য এই বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। যাতে তারা বাড়িতে বসেই ওই পশুখাদ্য তৈরি ও চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করতে পারে। এরজন্য কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ বহন করা হবে।

মাছের ডিম ফোটানোর প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদে স্থানীয়ভাবে মাছ উৎপাদন অনেক কমে গিয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে মাছের ডিম থেকে পোনা তৈরির বিষয়টি বেশিরভাগ মৎসচাষীরা জানেন না। আবার পোনা অনেক দূর থেকে আনতে হয় ফলে বেশ কিছু পুকুর/ডোবা থাকা সত্ত্বেও এই সম্পদগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সংসদ সভা প্রস্তাব করছে যে, এলাকার আগ্রহী মৎসচাষী ও যুবক-যুবতীদের জন্য মাছের ডিম থেকে পোনা তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/

সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় আগ্রহী গরীব মৎসচাষী ও যুবক-যুবতীদের চিহ্নিত করা হবে। ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর ও ব্লক মৎস আধিকারিকের সহায়তায় মাছের ডিম থেকে পোনা তৈরির এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণের জন্য আনুমানিক ৩০০০/- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে।

পুকুর সংস্কার ও মাছ চাষে সহায়তা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় প্রচুর পুকুর ও জলাজমি আছে কিন্তু সেগুলি সংস্কারের অভাবে মাছ চাষ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারার জন্য চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা চিহ্নিত চাষীদের মাছ চাষে সহায়তা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় ৫০০ ঘনমিটার জল থাকে এমন আতুর পুকুর (যা সম্পূর্ণ নতুন করে খনন করা হবে) এবং ১৫,০০০ ঘনমিটার জল থাকবে এমন মূল চাষের পুকুর (যার কিছুটা সংস্কার বা খনন করা হবে) বা জলাজমি আছে এমন চাষীদের চিহ্নিত করা হবে। আতুর পুকুর ও ১টি মূল চাষের পুকুর/ জলাজমির খনন ও সংস্কারের জন্য গাইড লাইন অনুযায়ী MGNREGS থেকে খরচ করা হবে।

অরণ্য সংরক্ষণ কমিটির সক্রিয়করণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকাটি অরণ্য লাগোয়া হওয়ায় সংসদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ বনজ সম্পদের উপরে নির্ভরশীল। প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখাও খুব জরুরি। সংসদ সভায় আমরা অরণ্য সংরক্ষণ কমিটিকে আরও সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির উদ্যোগে বনাঞ্চলকে রক্ষা করার লক্ষ্যে অরণ্য সংরক্ষণ কমিটিগুলিকে আরও সক্রিয় করতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মশালা ও প্রচারাভিযান কর্মসূচি নেওয়া হবে। অরণ্যকে বাঁচিয়ে রেখে অরণ্যের উপর নির্ভরশীল মানুষদের জীবন-জীবিকার স্বার্থে বন দফতরের সহায়তায় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শস্যগোলা তৈরির উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বছরের কিছু বিশেষ সময়ে গরীব পরিবারগুলিতে খাদ্যের টান পড়ে। সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/পঞ্চায়েত সদস্যদের পক্ষ থেকে গরীব পরিবারের মহিলাদের দলগতভাবে গম বা ধানের শস্যগোলা তৈরির জন্য সহায়তা দেওয়া হবে। এই কাজে শস্যগোলা তৈরির অর্ধেক খরচ এবং সঞ্চিত শস্যের ১/১০ অংশ শস্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে বহন করার আবেদন জানানো হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি কর্তৃক চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলির এবং গরীব কার্যকরী দলের খাদ্য সংকট দূর করতে শস্যগোলা তৈরি করতে সহায়তা দেওয়া হবে। প্রতিটি শস্যগোলা তৈরির অর্ধেক খরচ অথবা সর্ব্বোচ্চ ---------- টাকা কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ বাজেট থেকে বহন করা হবে।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির অধীনে

স্কুলে সবজি ও ফলের বাগান

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও হাইস্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে স্কুলে সবজি ও ফলের বাগান করানো হোক। যাতে তারা হাতে-কলমে তা শেখে এবং স্কুলের মিড-ডে মিলে সেই সবজি ব্যবহার করা যায়। এলাকায় যেসব উৎসাহী যুবক-যুবতী প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার সম্প্রসারণে ইচ্ছুক তাদের এইসব বাগান দেখভাল ও পরিচর্যার দায়িত্ব দেওয়া হোক। বিনিময়ে তারা উৎপাদিত পণ্যের নির্দিষ্ট ভাগ পাবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ সংসদ এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও হাইস্কুলে সবজি ও ফলের বাগান করা হবে। স্কুলের সবজি বাগানের প্রাথমিক স্থায়ী সম্পদের কাজগুলি এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে করা হবে। এছাড়া স্কুলের ফলের বাগানও স্থায়ী সম্পদ হিসেবে এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে করা হবে। প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার জন্য উৎসাহী যুবক-যুবতী যারা যুক্ত হবেন তাদের ১০ শতাংশ হারে ফলের বাগানের বৃক্ষপাট্টা দেওয়া হবে।

স্কুলে পাঁচিল বা বেড়া, ফলবাগান ও জমি সমতলীকরণের উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের সংসদ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারিদিকে পাঁচিল না থাকাতে ছাগল/গরুর উৎপাতের জন্য পুষ্টি ও ফল বাগান করা যায় না এবং স্কুলের মাঠ ও বারান্দা নোংরা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের মাঠটি অসমতল থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধূলা ও প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সময় অসুবিধা হয়। আজ সংসদ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে, পুষ্টি ও ফল বাগান করার জন্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয়ের চারিদিকে বেড়া বা পাঁচিলের ব্যবস্থা এবং জমি সমতলীকরণ করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ এলাকার মানুষের স্থানীয় স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিচালনায় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত স্কুলে সমীক্ষা করে দেখা হবে যে, পাঁচিল বা বেড়া, পুষ্টি ও ফল বাগান, খেলার মাঠ ও মাঠ সমতল আছে কিনা। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে আলোচনা করে যে সমস্ত স্কুলে পাঁচিল বা বেড়া নেই, জায়গা আছে অথচ পুষ্টি বাগান বা ফলবাগান নেই এবং জমি আছে কিন্তু সমতল নেই সেই সমস্ত স্কুলগুলির জন্য এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে আগামী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় পাঁচিল বা বেড়া, ফলবাগান ও জমি সমতলীকরণের কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

স্কুলে এল. সি. ডি. শো-এর ব্যবস্থা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদে সমস্ত স্কুলে (প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, প্রকৃতি-পরিবেশ, বিভিন্ন মনীষীদের জীবনের গল্প, নীতিমূলক গল্প ইত্যাদি নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র শিক্ষাবন্ধুর সহায়তায় L C D -র মাধ্যমে দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর ফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে অনেক অজানা বিষয় সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে পারবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে ব্লকের এস আই(এস)–এর সহায়তা নিয়ে যাতে শিক্ষাবন্ধুরা স্কুলে গিয়ে গিয়ে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ছবি ও তথ্যচিত্র দেখায় তার জন্য প্রজেক্টার ও আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র কেনা হবে রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে শিক্ষামূলক বিষয় নিয়ে যে সমস্ত ভি ডি ও উপকরণ পাওয়া যাবে সেগুলোকে সংগ্রহ করা হবে। এই কাজের মাধ্যমে আমাদের অঞ্চলের সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা পায় তারজন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শিক্ষাঙ্গনের নার্সারীতে ফলের চারা তৈরি ও রোপণ

সংসদ রেজলিশনঃ আমাদের এলাকায় বিভিন্ন মরশুমি ফল গাছ থাকলেও পুষ্টি ও শারীরিক বিকাশের নিরিখে বিভিন্ন ফলের উপকারিতা সম্পর্কে যথাযথ ধারনা না থাকায় সামগ্রিকভাবে বিশেষ করে, গরীব পরিবারে ফল কেনা ও খাওয়ার অভ্যাস নেই বললেই চলে। আজকের সংসদ সভায় আমাদের প্রস্তাব, শিশু-কিশোর বয়স থেকেই বিভিন্ন মরশুমি ফলের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে নার্সারীতে ফলের চারা তৈরি এবং উপযুক্ত সময়ে স্কুলে এবং তাদের বাড়িতে রোপণের জন্য ১/২টি করে সমস্ত রকমের চারা সরবরাহ করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ পুষ্টির মান ও শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মরশুমি ফলের উপকারিতা শিশু-কিশোর বয়স থেকেই উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য বেশ কয়েকটি সংসদ সভা থেকে প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যা, সুপারভাইজার ও স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় প্রতিটি স্কুলে নার্সারীতে বিভিন্ন মরশুমি ফলের চারা তৈরি করে সেই চারা স্কুলে ও বাড়িতে রোপণ করার জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ১/২ টি করে সব রকমের চারা সরবরাহ করা হবে। শুধুমাত্র ফলের উপকারিতা নয়, শিশু-কিশোর বয়স থেকে ছারছাত্রীরা হাতে-কলমে অনাবিল প্রকৃতি পাঠের সঙ্গে নার্সারীতে চারা তৈরির কারিগরি শিক্ষাও পায় তার জন্য স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তিদের সহায়তা নেওয়া হবে ও প্রয়োজনে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বি. এম. আই. পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয়

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় যে সমস্ত এস এস কে, এম এস কে, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিছিয়ে পড়া গরীব বাচ্চারা পড়াশুনা করে তাদের বেশিরভাগই অপুষ্টির শিকার। এদের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা ও ওজন মেপে পুষ্টির মান নির্ণয় করা খুব দরকার এবং মান নির্ণয়ের প্রাপ্ত ফলের উপর ভিত্তি করে স্কুলগুলিতে এলাকার আশা কর্মী, এ এন এম ও ব্লকের আয়ুস ডাক্তারদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মায়েদের অপুষ্টি রোধের জন্য সচেতন করার প্রয়াস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে ও স্কুল পরিচালন কমিটির সহায়তায় এলাকার প্রতিটি স্কুলে প্রতি ছয়মাস অন্তর WHO-এর সূত্রঃ ওজন (কেজিতে) ভাগ উচ্চতা গুণ উচ্চতা (সেন্টিমিটারে) অনুযায়ী বডি মাস ইনডেক্স (বি. এম. আই.) পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয় করা হবে। আশা ও এ এন এম কর্মীদের সাহায্য নিয়ে এবং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই বিষয়ে বাবা-মায়েদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো হবে ও অপুষ্টি রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খুব ভাল ধারণা নেই। যদি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ওইসব স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ যাওয়ার সুযোগ পায় তাহলে তাদের অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে অনেক অজানা জিনিস জানতে ও বুঝতে পারবে। সেই জন্য আমরা এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক স্থান আছে সেগুলিতে এলাকার সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি মাঝেমধ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে। এই সংক্রান্ত কর্মসূচির খরচ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ-কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

মাতা-শিক্ষক সমিতি গঠন ও সক্রিয়করণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় যে প্রাথমিক স্কুল/এস এস কে আছে সেখানে মাতা-শিক্ষক সমিতি নেই/থাকলেও সক্রিয় নেই। স্কুলে পঠন-পাঠন, মিড-ডে মিল এবং উন্নয়নের বিষয়ে মায়েদের মতামত ও অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। আজ আমরা সংসদ সভার মাধ্যমে মাতা-শিক্ষক সমিতি গঠন অথবা একে সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিচালনায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, শিক্ষাবন্ধু ও সংঘ/উপ-সংঘের সহায়তায় এবং এস আই-এর উপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি প্রাথমিক স্কুলের/এস এস কে-র জন্য দিন স্থির করে আহুত সভায় মাতা-শিক্ষক সমিতি/পরিচালন কমিটি গঠন অথবা আরও সক্রিয়করণ ও আগামী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

নতুন পাঠক্রম মেনে পঠন-পাঠন নিয়ে স্কুল-পঞ্চায়েত আলোচনা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় এস এস কে, প্রাথমিক, এম এস কে ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কয়েক বছর হল, নতুন পাঠক্রম ও নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। কিন্তু শিশুরা সেগুলি আনন্দের সঙ্গে শিখছে কিনা এবং পঠন-পাঠনে কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তা জানতে আজ সংসদ সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে উদ্যোগী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা'২০০৫ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটির বিদ্যালয়সমূহের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে অন্তর্বর্তী প্রস্তাব' ২০১১ অনুযায়ী, ছাত্রছাত্রীরা যাতে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা পায় ও পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় জানতে ও শিখতে পারে তারজন্য অবর শিক্ষা পরিদর্শকের সহায়তায় প্রতি ৩ মাস অন্তর প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই কাজে আনুষাঙ্গিক খরচ নিজস্ব তহবিল অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ভূমিকা

সংসদ রেজলিউশনঃ নতুন পাঠক্রম মেনে আমাদের সংসদের বিভিন্ন স্কুলে শিশুদের সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলা চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। তাই সংসদ সভা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, এজন্য সংসদ এলাকায় দক্ষ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের এই কাজে নিয়োজিত করা হোক, যাতে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা শৈশব থেকেই তাদের বিভিন্ন সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নতুন পাঠক্রমের কথা মাথায় রেখে স্কুলের ছোট ছোট পড়ুয়াদের আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা দিতে দক্ষ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মনোনীত করা হবে। সপ্তাহে একদিন দু'ঘণ্টা সময় দিয়ে তারা এই শিক্ষা প্রদান করবেন। এজন্য প্রয়োজনে পঞ্চায়েত ওই ব্যক্তিদের সামান্য কিছু সাম্মানিকের ব্যবস্থা করবে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট কিংবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে .....টাকা খরচ হবে।

সব বয়সের সব মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য 'আফটার স্কুল' কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বা কাছাকাছি কোনও জায়গায় ১৬-৩০ বছর বয়সী অষ্টম অনুত্তীর্ণ স্বপ্ন ও দিশাহীন বেকার ও স্বল্প উপার্জনকারী যুবক-যুবতীদের জন্য তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কিছু শেখার কোনও স্থান নেই, তেমন ছাত্রছাত্রী সহ সব বয়সের মানুষের জীবনযাপনের জন্য এমনকি আনন্দদায়ক কিছু শেখা বা উপভোগ করার জন্য কোনও স্থান নেই। গ্রামের সকল মানুষের কোনও কিছু শেখা ও আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত স্থান হতে পারে ছুটির পর স্কুলগৃহ। আজকের সংসদ সভায় আমাদের প্রস্তাব, স্কুল ছুটির পর 'আফটার স্কুল' নামে স্কুলগৃহেই শুরু হোক সব বয়সের সব মানুষের শেখার, আনন্দ উপভোগের ও নিজেদের আবিষ্কার করার এক নতুন উদ্যোগ।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কয়েকটি সংসদ এলাকার শিক্ষা সংক্রান্ত সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির নেতৃত্বে আগ্রহী স্কুলগুলিতে স্কুলের ছুটির পর ছাত্রছাত্রী সহ সব বয়সের সব মানুষের শেখার ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য স্কুলগৃহেই 'আফটার স্কুল' নামে এক নতুন উদ্যোগ চালু করা হবে। এই জন্য এলাকায় কৃষি ও প্রাণীসম্পদ, হাতের কাজ, কুটির শিল্প, স্থানীয় লোকশিল্প, লোকগান, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, গল্প বলা, শরীরচর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও তাদের তালিকা তৈরি করা হবে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ব্লক ও জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় দফতর থেকে কী কী ধরনের কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শেষে উপকরণ পাওয়া যেতে পারে তার তালিকাও তৈরি করবে। সংসদ এলাকায় বসবাসকারী আগ্রহী অবিবাহিত/বিবাহিত একজন যুবক/যুবতীকে 'কমিউনিটি রিসোর্স অর্গানাইজার' (সিআরও) বা সমুদায় সম্পদ সংগঠক হিসেবে মনোনীত করে তার সহায়তায় বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যুক্ত করে স্কুলগৃহেই 'আফটার স্কুল' কর্মসূচি শুরু করা হবে। এছাড়া সরকারি সুবিধাপ্রাপ্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই 'আফটার স্কুলে'ই তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে।

ছুটিতে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আনন্দমূলক শিক্ষা শিবির

সংসদ রেজলিউশন: পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুলের সঙ্গে আমাদের সংসদ এলাকার স্কুলগুলিও বছরে ন্যূনতম ৩ বার, গ্রীষ্মকালীন, শীতকাল ও দূর্গোৎসবের ছুটি থাকে। সেই সময় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার চাপও কম থাকে। ওই সময় বাচ্চাদের কিছু শেখানোর উদ্যোগ নিলে বাচ্চারা যেমন কিছু শিখবে, তেমনি আনন্দও

পাবে। আজকের সংসদ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে ছুটির সময় স্কুলে বাচ্চারা হাতের কাজ বা কারিগরি কোনও কাজ বা সাংস্কৃতিক কোনও চর্চা করার সুযোগ ও আনন্দ পায় তার জন্য ছুটিকালীন শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ সভার প্রস্তাবসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিচালনায় ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সহায়তায় প্রাসঙ্গিক ও আঞ্চলিক শিক্ষার প্রসারে ছুটির সময়ে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল ভিত্তিক আনন্দদায়ক শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই শিবিরে শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ ছাড়াও প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন হাতের কাজ, কারিগরি দক্ষতার অধিকারী ও সাংস্কৃতিক চর্চা করেন এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যুক্ত করা হবে এবং প্রয়োজনে ওই দিনগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড-ডে মিলেরও ব্যবস্থা করা হবে।

স্কুল ভিত্তিক সৃজন উৎসব

সংসদ রেজলিউশন: আমাদের সংসদ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র/ উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে তেমনভাবে সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক চর্চা হয় না। ফলে বাচ্চারা সৃষ্টিধর্মী ও সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজকের সংসদ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে, বাচ্চারা যাতে বিভিন্ন হাতের কাজ ও নাচ, গান, নাটক, কবিতা পাঠ, গল্প বলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখতে পারে এবং নিজ নিজ স্কুলের সৃজন উৎসবে সেগুলি প্রদর্শন করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশন: কয়েকটি সংসদ এলাকার সুচিন্তিত প্রস্তাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি, গল্প বলা, ছবি আঁকা, শরীর চর্চা ও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং সৃষ্টিধর্মী ও সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে উঠতে পারে তার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই কাজে এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যুক্ত করা হবে। বছরের বিভিন্ন সময়ে অভিভাবক, স্থানীয় গোষ্ঠীর মানুষজন ও পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে স্কুল ভিত্তিক সৃজন উৎসবে বাচ্চারা যা যা শিখল, জানল তা প্রদর্শন ও উপস্থাপন করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

ছাত্রছাত্রীদের সৃজন দক্ষতা প্রদর্শন ও উপস্থাপনের লক্ষ্যে সৃজন মেলার আয়োজন

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় যে সমস্ত প্রাইমারি, এস এস কে, আপার প্রাইমারি, এম এস কে স্কুল রয়েছে সেইসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সৃজন ক্ষমতা যেমন নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি, শরীরচর্চা ও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের চর্চাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর ছেলেমেয়েরা যাতে এই চর্চার মাধ্যমে আনন্দ এবং উৎসাহ পায় তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বার্ষিক সৃজন মেলার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কয়েকটি সংসদ এলাকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত স্কুল আছে সেইসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতে ধারাবাহিকভাবে সৃজনশীলতার বিকাশ হয় এবং আনন্দ পায় তার জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিচালনায় নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি,গল্প বলা, ছবি আঁকা, শরীরচর্চা ও হাতের কাজের চর্চা জারি রাখা এবং আঞ্চলিক স্তরে এগুলির উপস্থাপন ও প্রদর্শন করার সুযোগ পায় তার জন্য প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সৃজন মেলার আয়োজন করা হবে। এরজন্য বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় যে ক্লাবগুলি রয়েছে সেই ক্লাবের যুবকরা ফুটবল খেলে এবং অনুশীলন করে। আজ সংসদ সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করার অনুরোধ জানানো হল, যেখানে অন্যান্য সংসদ সহ আমাদের সংসদ স্তরের ফুটবল টিম অংশগ্রহণ করবে। এছাড়া এলাকায় খেলাধূলা চর্চায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য জয়ী ও রানার্স দলকে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করার জন্য অনুরোধ ও প্রস্তাব রাখা হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি ফুটবল চ্যালেঞ্জ শিল্ড ও টুর্নামেন্ট শুরু করা হবে, যেখানে প্রত্যেক সংসদ এলাকা থেকে সংসদ ভিত্তিক ফুটবল টিম অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উদ্যোগ নেবে। ব্লক ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সহায়তা ছাড়া অতিরিক্ত ..... টাকা করে প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে। এছাড়া শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি এলাকার ক্রীড়ানুরাগী মানুষদের নিয়ে এই খেলাধূলা চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেবে।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকার SSK, MSK, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এলাকার SC, ST, OBC ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাচ্চারা পড়াশুনা করে। এদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগে প্রতি ছ'মাস অন্তর একবার করে বাচ্চাদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম শিক্ষা কমিটি ও SSK/MSK/স্কুল পরিচালন কমিটির সহায়তায় প্রতিটি SSK, MSK, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক (জুনিয়র হাই) স্কুলে প্রতি তিন মাস অন্তর বাচ্চাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে। এরজন্য ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সহযোগিতা নেওয়া হবে। প্রচার ও আনুষাঙ্গিক খরচ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করা হবে।

শিশুদের জন্য রক্ত পরীক্ষা শিবির

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলেও তাদের রক্তের গ্রুপ এবং হিমোগ্লোবিন বা শ্বেতকনিকা যথাযথ আছে কিনা সেগুলি পরীক্ষা করা হয় না। আমরা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে প্রাথমিক/এস এস কে-র শিশুদের রক্ত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে প্রাথমিক/এস এস কে-র শিশুদের রক্তের গ্রুপ সহ রক্ত পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির যৌথ পরিচালনায় এবং বি এম ও এইচ/ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালের সহযোগিতায় উল্লিখিত শিশুদের জন্য রক্ত পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে আনুষাঙ্গিক খরচ কেন্দ্র বা স্কুল পিছু আনুমানিক ..... টাকা হারে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাড়ায় পাড়ায় আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসা বিষয়গুলি সংসদ সভায় পেশ, অনুমোদন ও পাশ হয়। কিন্তু স্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পঠন-পাঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তেমনভাবে উঠে আসে না। আমরা প্রস্তাব করছি, স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যা, অভিভাবক ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণে বিশেষ আলোচনা সভা ডাকা হোক এবং অলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি সংসদ সভায় পেশ ও অনুমোদিত হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কয়েকটি সংসদ সভা থেকে স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও সংসদ সভায় অনুমোদন বিষয়ে যে প্রস্তাব এসেছে তা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রশংসনীয়। গ্রাম পঞ্চায়েত গুরুত্ব সহকারে এইমর্মে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির নেতৃত্বে সংসদ সভার আগে প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষক/শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যা, অভিভাবক ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণে বিশেষ সভা ডাকা হবে। সেই সভায় বিস্তারিত আলোচনা, মতামত ও প্রস্তাবগুলি নিয়ে স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। অনুমোদন ও ধাপে ধাপে সেগুলি কার্যকর করার লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের তৈরি সেই পরিকল্পনা লিখিত আকারে সংসদ সভায় পেশ করা হবে এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অবগতি ও সহায়তার জন্য বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে পাঠানো হবে।

স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় স্বাক্ষরতা অর্জন করেছেন বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেছেন এমন অনেক গরীব যুবক-যুবতী আছেন। এদের যাতে কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে যেতে না হয় এবং এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত থাকতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির নেতৃত্বে ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় স্বাক্ষর ও অল্প শিক্ষিতদের (১৫-৪৫ বছর) চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করা হবে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর সহায়তায় এদের জন্য জীবনের উপযোগী শিক্ষা ও এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে সহযোগিতা করা হবে। এই কাজের জন্য বাৎসরিক ..... টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট থেকে বহন করা হবে। এছাড়া 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' কর্মসূচির তহবিল থেকে খরচ বহন করার চেষ্টা করা হবে।

সাক্ষর উত্তীর্ণদের জন্য কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় এখনও অনেক মানুষ নিরক্ষর রয়ে গেছেন। এদের স্বাক্ষর করার জন্য এবং যারা স্বাক্ষরতা অর্জন করেছেন তাদের স্বাক্ষরতাকে ধরে রাখা ও অর্জিত স্বাক্ষরতাকে কাজে লাগানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় স্বাক্ষরতা অর্জন করেছেন এবং করতে পারেননি এমন মানুষদের চিহ্নিত করে

তাদের স্বাক্ষরতা/স্বাক্ষরোত্তর/প্রবাহমান বা ধারাবাহিক কর্মসূচির আওতায় আনার আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাসে ২ বার আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে যাতে নিরক্ষররা স্বাক্ষর ও স্বাক্ষররা স্বাক্ষরতাকে ধরে রাখতে ও কাজে লাগাতে সক্ষম হন। এরজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও আনুষাঙ্গিক খরচ বাৎসরিক আনুমানিক ..... টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে এবং 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' কর্মসূচির তহবিল থেকে খরচ বহন করার চেষ্টা করা হবে।

চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা শিবির

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় অনেক গরীব বৃদ্ধ/বৃদ্ধা আছেন যারা চোখে কম দেখেন এবং নানারকম চোখের অসুখে ভোগেন। আজ সংসদ সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের পরিচালনায় এবং ব্লক/মহাকুমা স্বাস্থ্য দফতর অথবা কোনও অসরকারি সংস্থার (এন. জি. ও.) সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিচালনায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে। ব্লক/মহাকুমা স্বাস্থ্য দফতর অথবা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা এবং ছানি আছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিনা ব্যয়ে সরকারি হাসপাতাল থেকে ছানি অপারেশন ও চশমার ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজের জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করা হবে।

অপুষ্টি দূরীকরণে সচেতনতা কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কিছু গরীব পরিবার অপুষ্টিতে ভোগেন। অভাব ও অনভিজ্ঞতার কারণে ওইসব পরিবারগুলি স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি মেনে চলার কারণে অসুখ-বিসুখে ভোগেন। আজকের সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটির এবং উদ্যোগী ও আগ্রহী যুবক-যুবতীদের সহায়তায় পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের অপুষ্টি দূর করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান এবং পুষ্টি কমিটি ও আগ্রহী যুবক-যুবতীদের সহায়তায় অপুষ্টিতে ভুগছে এমন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত পরিবারগুলির জন্য বি.এম.ও.এইচ, সি.ডি.পি.ও. ও হেলথ সুপার-ভাইজারদের উপস্থিতিতে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। এরপর ব্লক স্তরের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে তাদের অপুষ্টি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গর্ভবতী মায়েদের জন্য সচেতনতা শিবির

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় এখনও কিছু পরিবার আছে, যে সমস্ত পরিবারের মায়েরা গর্ভবতী অবস্থায় নিজেদের যত্ন, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা/টিকাকরণ, নিরাপদ মাতৃত্ব ও সুস্থ বাচ্চা উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন নন। এদের চিহ্নিত করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নিয়মিত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার প্রস্তাব দেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে এ এন এম, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও আশা কর্মীদের সহায়তায় গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মুখ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। শিবিরে বি এম ও এইচ/মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য সুপারভাইজার ও আই সি ডি এস সুপারভাইজারের উপস্থিতির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষভাবে উদ্যোগ নেবে। প্রয়োজনে সংসদ স্তরেও এই রকম সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। পুষ্টি কমিটির জন্য বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা হবে।

শিশু শ্রমিকদের স্কুলে ভর্তি ও কোচিং-এর ব্যবস্থা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় কয়েকটি পিছিয়ে পড়া পরিবারে শিশু শ্রমিক (১৫ বছরের নীচে) আছে। আজকের সংসদ সভায় এদেরকে চিহ্নিত করে এস এস কে/এম এস কে/শিশু শ্রমিক স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা ও বিশেষ কোচিং-এর ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির নেতৃত্বে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় চিহ্নিত শিশু শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী এসএসকে/এমএসকে/শিশু শ্রমিক স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও আগ্রহী ছেলেমেয়েদের সহায়তায় বিকালে বা সন্ধ্যায় কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় খরচ আনুমানিক বাৎসরিক ..... টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে। এছাড়া 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ বহন করার চেষ্টা করা হবে।

সুলভ শৌচাগার নির্মাণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় এখনও অনেক পরিবারে শৌচাগার না থাকায় তারা মাঠে বা বাগানে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম করে চলেছে। আজ সংসদ সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ পুষ্টি কমিটি দ্বারা চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলিকে অল্প খরচায় বা ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংসদ এলাকার ক্লাবগুলিকে প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/পুষ্টি কমিটির সহযোগিতায় শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি শৌচাগার নেই এমন গরীব পরিবারের সংসদ ভিত্তিক তালিকা বানাবে। তারপর অল্প মূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনে এলাকার ক্লাবগুলিকে এবিষয়ে প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হবে। শৌচাগার তৈরির পর তার ব্যবহার যাতে যথাযথ হয় তার দেখভালের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতি শৌচাগার পিছু ক্লাবগুলিকে ..... টাকা করে দেওয়া হবে।

পানীয় জলের উৎসের চাতাল বাঁধানো

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কিছু পানীয় জলের উৎসের চাতাল বাঁধানো নেই। সেই কারণে নোংরা দূষিত জল পাইপের বাইরের গা বেয়ে নিচে চলে যাচ্ছে এবং সেই জলই পাইপের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে আসছে, ফলে জলবাহিত বিভিন্ন রোগ সহ পেটের রোগে ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ

সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সহায়তায় ৩/৪ টি পানীয় জলের উৎসের চাতাল বাঁধানো হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় যে সমস্ত কলের চাতাল বাঁধানো নেই, সেগুলি বাঁধানো হবে। এই কাজের জন্য খরচ MGNREGS থেকে অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

ধোঁয়াহীন চূলা তৈরির প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ জ্বালানি সমস্যা, পরিবেশ দূষণ ও রান্নার সময় ধোঁয়ার কারণে আক্রান্ত মহিলাদের স্বাস্থ্যহানি দিনের পর দিন বাড়ছে অথচ আমাদের সংসদ এলাকায় ধোঁয়াহীন চূলার তেমন প্রসার ঘটেনি। আমরা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম, ধোঁয়াহীন চূলার প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির উদ্যোগে ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় কাঠে রান্না করেন এমন পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। চিহ্নিত পরিবারগুলির মহিলাদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ধোঁয়াহীন চুলার উপকারিতা ও এর ব্যবহার বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

বুক ব্যাঙ্ক তৈরির উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশকিছু গরীব পরিবারের ছেলেমেয়ে আছে যারা প্রয়োজনীয় বই খাতা ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে পারে না। আমরা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম এরকম গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বুক ব্যাঙ্ক তৈরির চেষ্টা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য বুক ব্যাঙ্ক তৈরির উদ্দেশ্য গ্রাম শিক্ষা কমিটির সহায়তায় শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি আগ্রহী স্কুল শিক্ষকদের চিহ্নিত করবে। আগ্রহী শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকদের মাধ্যমে পাঠ্যবই সংগ্রহ করা হবে এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পরিচালনায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে (প্রয়োজনে রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে) একটি বুক ব্যাঙ্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির অধীনে

WHO-এর সূত্র অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টির মান নির্ণয়

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় আই. সি. ডি. এস সেন্টারগুলিতে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলেও কোন্ শিশুর অপুষ্টি কেমন তা আমরা জানতে পারি না ফলে সেই পরিবারের জন্য আমাদের করণীয় কাজ স্থির করতে পারি না। এমতাবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, WHO-এর সূত্র অনুযায়ী বি. এম. আই. (বডি মাস ইন্ডেক্স) পদ্ধতিতে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে এবং বিভিন্ন ধরনের অপুষ্ট শিশুদের জন্য কী করণীয় তা শিশুর মাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির পরিচালনায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে WHO এর সূত্রঃ ওজন (কেজিতে) ভাগ উচ্চতা গুণ উচ্চতা (সেন্টিমিটারে) অনুযায়ী বি. এম. আই (বডি মাস ইনডেক্স) পদ্ধতিতে শিশুদের পুষ্টির মান তথা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আই সি ডি এস সুপারভাইজারের সহায়তায় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও আশা কর্মীদের এবিষয়ে একদিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও একদিন মায়েদের উপস্থিতিতে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকের সাম্মানিক ও প্রশিক্ষণ বাবদ আনুষাঙ্গিক খরচ আনুমানিক ..... টাকা নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পরিচালন কমিটি গঠন/সক্রিয়করণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় ১টি/২টি অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে। কিন্তু বর্তমানে পরিচালন কমিটি না থাকার জন্য/যথেষ্ট সক্রিয় না হওয়ার জন্য তাদের কোনও সভা অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে কর্মীদের সঙ্গে মায়েদের মাসিক সভাও নিয়মিত হয় না। আমরা সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নিলাম, পরিচালন কমিটি গঠন করার জন্য অথবা বর্তমান পরিচালন কমিটিকে আরও সক্রিয় করার জন্য একটি বর্ধিত সাধারণ সভার আয়োজন করা হবে। আমরা মনে করি, পরিচালন কমিটি সক্রিয় হলে তাদের সহযোগিতায় কর্মীদের সঙ্গে মায়েদের মাসিক সভাও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির পক্ষ থেকে পরিচালন কমিটি গঠন/কমিটিগুলিকে আরও সক্রিয় করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষ কেন্দ্রে একটি করে বর্ধিত সাধারণ সভার আয়োজন করা হবে। এই সভায় প্রধান/উপ-প্রধান উপস্থিত থাকবেন এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সুপারভাইজার ও স্বাস্থ্য সুপারভাইজার এবং সি.ডি.পি.ও.-কে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বাল্য বিবাহ ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় গরীব পরিবারগুলিতে এখনও কম বয়সে বিয়ে দেওয়া, কম বয়সে মা হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ পণপ্রথার মতো কুপ্রথার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এই সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির নেতৃত্বে সংঘ/উপ-সংঘের

সহযোগিতায় কম বয়সে বিয়ে দেওয়া, কম বয়সে মা হওয়া বিশেষ করে, পণপ্রথার মতো জটিল সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে বিশেষ প্রচারাভিযান কর্মসূচি নেওয়া হবে। এই বিষয়ে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের সহায়তায় সেমিনার, প্রচারসভার আয়োজন এবং পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড তৈরির জন্য আনুমানিক ..... টাকা নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

কিশোরীদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় গরীব পরিবারের কিশোরীরা তাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, জীবণশৈলী, ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা, কম বয়সে বিয়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। আজকের সংসদ সভায় এদের উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির পরিচালনায় এবং সংঘ/উপ-সংঘ, এ এন এম, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও আশা কর্মীদের সহায়তায় ১১-১৮ বছরের কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য ও জীবণশৈলী এবং বিশেষ করে কম বয়সে বিয়ের ভয়াবহতা বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বি এম ও এইচ/স্বাস্থ্য সুপারভাইজার/আই সি ডি এস সুপারভাইজারের উপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ও সংসদ স্তরে বিশেষ শিবির করা হবে। নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে এরজন্য আনুমানিক ..... টাকা খরচ বহন করা হবে।

নারী ও শিশু পাচার রুখতে বিশেষ উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শিশু ও নারী পাচারের ঘটনার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। এবিষয়ে আমাদের এখনই সতর্ক ও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সংসদ সভা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, কেন ও কীভাবে এই পাচার হয় এবং এক্ষেত্রে কী করণীয় রয়েছে তা নিয়ে সংসদ স্তরে একদিনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নারী ও শিশু পাচার রোধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সিডিপিও ও ব্লক সমাজ-কল্যাণ আধিকারিকের সহায়তায় পঞ্চায়েত স্তরে একদিনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি কোনও মহিলার ভিন রাজ্যে বা দূরবর্তী জেলায় বিবাহের সম্বন্ধ হলে কিংবা মহিলা ও শিশুরা অন্যত্র কাজে যেতে চাইলে গ্রাম পঞ্চায়েতে রাখা রেজিস্টারে সেই সংক্রান্ত তথ্য বিশদে নথিভুক্ত করে পরিচয়পত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। এই কাজের জন্য যাবতীয় খরচ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় বেশ কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) মানুষ রয়েছেন। এরা যাতে মেডিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয়পত্র পান তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, সংঘ/উপ-সংঘ, এ এন এম, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও আশা কর্মীর সহায়তায় এবং মহকুমা হাসপাতালের

চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই কাজের জন্য প্রচার ও আনুষাঙ্গিক খরচ সর্বোচ্চ ..... টাকা নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে বহন করা হবে।

শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির অধীনে

নিকাশি নালা নির্মাণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের এলাকাটি নদীবহুল ও বন্যাপ্রবণ। উপযুক্ত নিকাশি নালা না থাকার কারণে জলোচ্ছ্বাসে প্রায়ই রাস্তা, নদীর ধারের ঘরবাড়ি ও নদীর সঙ্গে যুক্ত খালগুলি নষ্ট হয়। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা চিহ্নিত বিপজ্জনক এলাকায় উন্নত ধরনের নিকাশি নালা নির্মাণ করা হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির উদ্যোগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা চিহ্নিত এলাকায় উন্নত নিকাশি নালা নির্মাণ করা হবে। ৬০ সেমি প্রস্থ ও ৬০ সেমি গভীরতা বিশিষ্ট ১০০ মি. লম্বা একটি উন্নত ধরনের নিকাশি নালা নির্মানের জন্য ৮০:২০ হারে আনুমানিক ২,৩০,০০০/- টাকায় (পূর্বের হিসাব অনুযায়ী)/বর্তমান হিসাবে----------টাকায় -------- টি নালার ---------- মিটার লম্বা নির্মাণ কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ MGNREGS থেকে খরচ করা হবে।

স্কুলছুটদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদে অনেক স্কুলছুট যুবক-যুবতী আছে যাদের বয়স ১৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, যারা বেশিরভাগ সময়ই অর্ধ বা পূর্ণ কর্মহীন হয়ে বেকারত্বের যন্ত্রণা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই সব যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন হাতের কাজে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা জীবন উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যেখানে তারা শোলা, বাঁশ, পাট, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে স্থানীয় জ্ঞান, চাহিদা ও সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে বিভিন্ন জিনিস বানাতে শিখবে, যা থেকে ভবিষ্যতে তাদের সামনে আয়ের একটা রাস্তা খুলে যেতে পারে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ কয়েকটি সংসদ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী স্কুলছুট যুবক-যুবতীদের জন্য স্থানীয় হাতের কাজে পারদর্শী কারিগরদের মাধ্যমে ওই সমস্ত যুবক-যুবতীদের ধারাবাহিকভাবে হাতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের একটা সান্মানিক দেওয়া হবে যা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল অথবা পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করা হবে।

অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্নাঘর/শৌচাগার নির্মাণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় -------- নং অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্নাঘর/শৌচাগার নেই। আজ সংসদ সভায় উল্লিখিত অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্নাঘর/শৌচাগার তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির পরিচালনায় --------, ------- নং অঙ্গনওয়াড়ী ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য নতুন রান্নাঘর/শৌচাগার নির্মাণ সহায়কের মাধ্যমে তৈরি স্কিম ও বাজেট অনুযায়ী রান্নাঘর পিছু ---------- টাকা/ শৌচাগার পিছু ---------- টাকা অর্থাৎ মোট ---------- টাকা শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল অথবা MGNREGS-এর অধীনে তৈরি স্কিম ও বাজেট অনুযায়ী খরচ করা হবে।

কমিউনিটি হল নির্মাণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় তপসিলি জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের বসবাস। সাংস্কৃতিক চর্চা বা অনুশীলন/অনুষ্ঠান, সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা, বিভিন্ন ধরনের সভা/প্রশিক্ষণ শিবির করার উপযুক্ত কোনও জায়গা নেই। এমতাবস্থায় আমাদের এলাকায় ---------- জায়গায়/চিহ্নিত সরকারি জমিতে একটি কমিউনিটি হল তৈরির জন্য সংসদ সভায় সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় ---------- জায়গায়/চিহ্নিত সরকারি জমিতে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। যেখানে সমস্ত ধরনের সভা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও অনুষ্ঠান হতে পারে এমন ------- X ----------পাকা কমিউনিটি হল তৈরির জন্য------টাকা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে অথবা ----------পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় অথবা বিধায়ক/সাংসদ তহবিল থেকে তাদের সহযোগিতায় খরচ করা হবে।

খেলার মাঠ সংস্কার

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় আনুমানিক --------- বিঘা খেলার মাঠটি সংস্কারের অভাবে স্কুলের/গ্রামের ছেলেমেয়েরা সুন্দর পরিবেশে খেলাধূলা করতে পারছে না। আমরা খেলার মাঠটি যথাযথ ভাবে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে সংসদ সভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির নেতৃত্বে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহায়তায় ২/৩ টি খেলার মাঠ সংস্কার করা হবে। আনুমানিক -------- বিঘা ------- টি খেলার মাঠ সংস্কারের জন্য ---------- টাকা MGNREGS অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল থেকে খরচ করা হবে।

নতুন খেলার মাঠের ব্যবস্থা

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় কোনও খেলার মাঠ না থাকার জন্য স্কুলের/গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শরীরচর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংসদ এলাকার ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চার বিষয়টি বিবেচনা করে খেলার মাঠ তৈরির জন্য সরকারি/পতিত/ভেস্টেড জমি খোঁজ করে সংস্কার অথবা নতুন জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতির উদ্যোগে এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির/গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় উল্লিখিত সংসদের ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চার জন্য একটি খেলার মাঠ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। উপযুক্ত সরকারি/ভেষ্টেড জমি না পাওয়া গেলে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দ বাজেট অথবা বিধায়ক বা সাংসদ তহবিল থেকে তাদের সাহায্যার্থে জমি ক্রয় করা হবে।

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির অধীনে

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাড়া বৈঠক

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় পাড়া স্তরের সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলি ঠিকমতো চিহ্নিত হয় না বলেই ক্ষেত্র ভিত্তিক যথাযথ খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা যায় না। ফলে সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদ সভাগুলি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সংসদ কমিটির নেতৃত্বে সব শ্রেণির প্রতিনিধিদের সহায়তায় মে মাসের সংসদ সভার পর থেকে পাড়ায় পাড়ায় নিয়মিত পাড়া বৈঠক করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পাড়া স্তরের সমস্যা, সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিত করে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে তা নভেম্বর মাসের সংসদ সভায় পেশ এবং পাড়া স্তরের যে সমস্যাগুলি পাড়াতে বসে মেটানো সম্ভব সেগুলি পাড়া স্তরে মেটাতে নিয়মিত পাড়া বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির নেতৃত্বে এবং সংসদ এলাকার সব শ্রেণির প্রতিনিধিদের সহায়তায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি চালিয়ে যাওয়া হবে।

খসড়া কর্মপরিকল্পনা রচনার জন্য প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় অনেক কাজ করার আছে। কিন্তু সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা না থাকায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আজ সংসদ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সংসদ কমিটির নেতৃত্বে সংসদ এলাকার সব শ্রেণির প্রতিনিধিদের জন্য ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ বিভিন্ন সংসদ এলাকার চাহিদা ও সার্বিক উন্নয়নে এলাকার মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির নেতৃত্বে মে সংসদ সভার পরে প্রত্যেক এলাকায় সংসদ স্তরের সব শ্রেণির প্রতিনিধিদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সরকারি আধিকারিকদের সহায়তায় ক্ষেত্র ও উপ-সমিতি ভিত্তিক 'সম্মিলিত উদ্যোগে বাজেট ও পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ' এসংক্রান্ত বিষয়ে কয়েক দফায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ বাবদ খরচের টাকা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করা হবে।

উপ-সমিতির সদস্য/সদস্যাদের জন্য প্রশিক্ষণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ এলাকায় কয়েকটি উপ-সমিতির কাজ মোটেই হয় না এবং দু-একটি উপ-সমিতির কাজ হলেও তা যথাযথভাবে হয় না। ফলে সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। উপ-সমিতি ভিত্তিক সার্বিক ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে সব উপ-সমিতির সকল সদস্যগণকে সক্ষম করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব রাখা হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ বিভিন্ন সংসদ এলাকার চাহিদা ও সার্বিক উন্নয়নে উপ-সমিতিগুলির ভূমিকা ও দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, প্রত্যেক বছরের শুরুতেই অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির পরিচালনায় এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সহায়তায় অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় প্রত্যেক উপ-সমিতির সদস্য/সদস্যাদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে উপ-সমিতি ভিত্তিক

বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণ বাবদ খরচের টাকা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট অথবা রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করা হবে।

অন্যত্র কাজে যাওয়ার আগে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভূক্তিকরণ

সংসদ রেজলিউশনঃ আমাদের সংসদ ও পার্শ্ববর্তী সংসদ থেকে গরীব ঘরের ছেলেরা অনেক সময় রাজ্যের অন্যত্র কাজে গিয়ে নিজেদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন অথবা কখনও কখনও অজ্ঞতার কারণে চক্রান্তের শিকার হয়ে নিখোঁজ বা খুন পর্যন্ত হন। সংসদ সভা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, অন্যত্র কাজে যাওয়ার আগে বা সেখানে গিয়ে কী ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা নিয়ে একদিনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজনের পর তাদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত রেজলিউশনঃ রাজ্যের অন্যত্র বা ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে গ্রামের বেকার যুবকদের বঞ্চিত হওয়া কিংবা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা রুখতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির নেতৃত্বে মহকুমার শ্রম মহাধ্যক্ষ এবং ব্লকের শ্রম পরিদর্শকের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত স্তরে একদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। অন্যত্র কাজে যাওয়ার আগে ওই ব্যক্তিদের যাবতীয় তথ্য পঞ্চায়েতে রাখা রেজিস্টারে নথিভূক্ত করা বাধ্যতামূলক করে তাদেরকে একটি পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য ব্লক ও মহকুমা শ্রম দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ---------- টাকা খরচ হবে রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল অথবা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির বরাদ্দ বাজেট থেকে।

এমজিএনআরইজিএস এর অধীনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৩টি নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, কলিকাতা- ১০৬

স্মারক সংখ্যা- ১৩৪২ আর. ডি-পি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫

বৃক্ষপাট্টা সম্পর্কিত নির্দেশিকা

ভারত সরকারের স্মারকসংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০৮-এন আর ই জি এ (ইউ এন) পার্ট ২ তাং ৩১/০৭/১৪ মোতাবেক দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের স্থায়ী সম্পদ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের কুপ্রভাব কমাতে, ভূমি ও জলের সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে 'বৃক্ষপাট্টা' প্রদানের ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই বৃক্ষপাট্টা প্রদান ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নিম্নবর্ণিত পর্যায়ে সম্পাদন করতে হবে।

১) রাস্তা ও ভূমি খন্ড চিহ্নিতকরণ: প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা, পঞ্চায়েত ও জেলা বোর্ডের রাস্তা, নালা ও জলাশয়ের বাঁধ, উপকূলভূমি, রেল লাইন, সেচবাঁধ, পিডব্লুডি বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীনে জাতীয়, রাজ্য, অন্যান্য সড়কের পার্শ্বে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েতের কর্মী এ কাজটি করে ফেলবেন। একসারির পথপার্শ্ব, বহুসারি পথপার্শ্ব, পথপার্শ্বে খন্ডজমিতে এই কর্মসূচী নিতে হবে। খন্ডজমি যা সরকারি, বারোয়ারী বা স্বনির্ভর দলের লিজহোল্ড জমি খন্ডের সবুজায়ন একই নিয়মে করা যাবে।

২) উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সূচী ১ অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ, যারা চিহ্নিত রাস্তা বা ভূমিখন্ডের সন্নিকটে বসবাস করেন তাদের উপভোক্তা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। এধরণের স্বনির্ভর দলকেও নির্বাচিত করা যায়। পঞ্চায়েত এ কাজ গ্রামসভা/গ্রামসংসদের সাহায্যে সম্পূর্ণ করবে।

৩) পরিবার পিছু গাছের ধরণ ও সংখ্যা নির্ণয়: নির্বাচিত উপভোক্তারা দরখাস্ত করবেন কোন প্রজাতির কতসংখ্যক গাছ তিনি পালন করতে চান। এলাকার নির্বাচিত উপভোক্তাদের এরূপ সকল দরখাস্ত একত্রিত করে মোট প্রজাতি ভিত্তিক গাছের সংখ্যা সংকলিত হবে। একটি উপভোক্তার গাছের সংখ্যা ৫০টির কম বা ২০০-র বেশি হবে না। প্রজাতি নির্বাচনের সময় প্রজাতিটি এলাকায় উপযুক্ত কিনা, চারার তৈরী ও সংগ্রহের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। পঞ্চায়েত প্রয়োজনে বাগিচা বিশারদের পরামর্শ নেবে।

৪) জমি অধিকারীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা: '১ নং খাপে' উপভোক্তা প্রতি বিভিন্ন প্রজাতি ও জমির খতিয়ান দিয়ে জমির মালিকানা প্রাপ্ত দপ্তরের কাছে পঞ্চায়েত দরখাস্ত করবেন, গাছ বসান ও গাছের উপর উপভোক্তাদের 'ফলভোগের' অধিকার সম্বলিত অনুমতি প্রাপ্তির জন্যে। গাছগুলি থেকে যা কিছু সম্বৎসর পাওয়া যাবে তার ২৫% পাবে পঞ্চায়েত ও ৭৫% পাবেন উপভোক্তা। গাছের কাঠ টিম্বারের ক্ষেত্রেও (বনদপ্তরের নিয়ম মোতাবেক কাটতে হবে) ৭৫% পাবেন উপভোক্তারা এবং পঞ্চায়েত পাবে ২৫%। স্বনির্ভর দল বা উপভোক্তা গোষ্ঠী কোন লিজ জমিতে বন বা বাগান সৃষ্টি করলে ফলভোগের ক্ষেত্রে উপভোক্তা পাবে ৬৫%, জমি মালিক ২৫%, পঞ্চায়েত ১০%। কাঠ বা টিম্বারের ক্ষেত্রে এই ভাগ হবে উপভোক্তা ৫০%, জমি মালিক ৪০% ও পঞ্চায়েত ১০%। এই ভাগ সম্বলিত চুক্তি, দুটি বা তিনটি পক্ষের মধ্যে কাজ শুরুর পূর্বেই সম্পন্ন করতে

হবে। পঞ্চায়েতের নিজের জমির ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন, তবে একই বয়ানে অনুমোদিত নোটশিট নথি হিসাবে রাখতে হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কারো জমিতে অন্যস্তর বনসৃজন করলে সংশ্লিষ্ট স্তরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। জমির উপর কোন দখলদারি, কাঠামো করা যাবে না, কেবলমাত্র গাছই থাকবে।

৫) শর্ত ও অধিকার সম্বলিত 'বৃক্ষপাট্টা' প্রদান: সরকারি জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জমির ক্ষেত্রে রূপায়ণকারী পঞ্চায়েত '২ নং খাপে' এই 'বৃক্ষপাট্টা' প্রদান করবে। দপ্তর পঞ্চায়েতকে তাদের অনুমতি বা আপত্তিহীনতার কথা জানালে, পঞ্চায়েত সেই অনুমতি উল্লেখ করেও এই পাট্টা প্রদান করতে পারে। দপ্তরের নির্দিষ্ট আধিকারিক প্রার্থিত অনুমতি প্রদান না করলে তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করা যাবে।

৬) উপভোক্তাদের কাছ থেকে বনসৃজনের দরখাস্ত পেয়ে, পঞ্চায়েত বনসৃজনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব প্রজাতির নির্ধারিত সংখ্যক গাছের চারাঘর তৈরী হাতে নিতে হবে (চারা তৈরী করে নিলে উপাদানের খরচ অনেক কমে ও কিছু কর্মদিবস তৈরী করা যায়)। কোন কারণে তা সম্ভব না হলে চারার উৎস নিশ্চিত করতে হবে। বন দপ্তর, উদ্যানপালন দপ্তর, সি এ ডি সি এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে।

৭) বনসৃজন বা বাগিচা তৈরী হতে হবে নির্দিষ্ট সূচি ও প্রাককলন মেনে। আগাছা নির্মূল, সার প্রদান, শুখা সময়ে জল প্রদান, পাহারা দেওয়ার কাজসমূহ উপভোক্তাদের দিয়ে করাতে হবে ও এ বাবদ প্রাপ্ত টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে প্রদান করতে হবে (১০০ দিন পূর্ণ হলে উপকরণ খাত থেকে অর্থ দিতে হবে)। এই সময়সীমা হবে প্রজাতির ধরণের উপর নির্ভর করে তৈরী প্রাককলন অনুযায়ী, সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত। পাহারার মজুরি মিলবে পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে, আগের মাসের জীবিত চারার অনুপাতে। ৯০%-র বেশী গাছ বেঁচে থাকলে তবে পূর্ণ মজুরি মিলবে। ৭৫%-৯০% বেঁচে থাকলে মিলবে অর্ধেক মজুরি। ৭৫%-এর নিচে গাছ বাঁচলে পাহারা বাবদ অর্থ বন্ধ হবে। তবে গাছের পরিচর্যার কাজগুলি চালিয়ে না গেলে উক্ত অর্থের পরিমাণও অর্ধেক হয়ে যাবে। গাছের বেড়ার ক্ষেত্রে লাইভ ফেন্সিং বা কম খরচের বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে এই পরিমার্জিত নির্দেশিকা প্রচারিত হল। ভারত সরকারের মূল নির্দেশনামাটিও সংযোজিত হল।

সারা রাজ্যে এই নির্দেশ মোতাবেক চারাঘরের কাজ, বন ও বাগিচা সৃজন অবিলম্বে শুরু করতে হবে।

স্বা: (দিব্যেন্দু সরকার, আই এ এস)
মহাধ্যক্ষ, মহাত্মা গন্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, প:ব:

স্মারক সংখ্যা- ১৩৪২আর ডি-পি/১(২০)/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫

অনুলিপি প্রোরিত হল জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
১) প্রধান সচিব, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এ্যাডমিনিসট্রেসন
২-১৯) জেলা শাসক, সকল জেলা
২০) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে

১৭/০৩/১৫
সুদীপ্ত পোড়েল, ডব্লু বি সি এস(এক্সিকিউটিভ)
উপ সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খাপ- ১

পথপার্শ্বে ও অন্যান্য খণ্ডজমিতে (সরকারি), বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের আবেদন পত্র

প্রেরকঃ

.....

..... গ্রাম পঞ্চায়েত

..... ব্লক

..... জেলা

প্রাপকঃ

..... (নির্দিষ্ট আধিকারিক)

..... (দফতরের নাম)

..... (বিভাগ ও ঠিকানা)

মহাশয়/ মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইজিএ(ইউ এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আরডিপি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫-এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক আপনার দফতরের অধীন নিম্নলিখিত জমিগুলিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

ক্রমিক সংখ্যা	উপভোক্তার নাম	জব কার্ড নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

আরও অনুরোধ করি, হস্তান্তর অযোগ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি-যোগ্য বৃক্ষপাট্টা (শুধুমাত্র ফলভোগের অধিকার সহ) উক্ত উপভোক্তাদের প্রদান করা হোক।

তাং স্বাঃ

স্থান সচিব ..... গ্রাম পঞ্চায়েত

খাপ-২

বিষয়- পথপার্শ্বে বা খণ্ডজমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রদান

তাং

নির্দেশ

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইজিএ (ইউ এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আরডিপি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪/ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক ..... তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে ..... (উপভোক্তার)..... (বর্ণিত জমিতে) ..... সংখ্যক ..... প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল।

১. এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে।

২. উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্ণিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন।

৩. গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতিসাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন। শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়) এবং বনদফতরের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বনসৃজন করতে হবে।

৪. উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনও জমি দখল করবেন না।

৫. উপভোক্তা এমন কোনও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনও রূপ ক্ষতি হয়।

৬. উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না যা আইনসিদ্ধ নয়।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প আধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ) প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন, (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন। এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার অন্য কোনও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

শ্রী/শ্রীমতি ..... (উপভোক্তা)কে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই অনুমতি প্রদানের ছ'মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরী থাকবে না।

স্বাঃ

পদনাম

অনুলিপি প্রেরিত

১. .....(উপভোক্তা)

২. ..... প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ..... ব্লক

৩. সচিব ..... গ্রাম পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, কলিকাতা- ১০৬

স্মারক সংখ্যা-৩৮৪৪আরডি-পি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪ তাং ১০/০৮/১৫

জীবিকা উন্নয়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকা

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে শ্রমদিবস সৃষ্টির পাশাপাশি মুখ্য ঘোষিত লক্ষ্য হল স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামবাসী ও ব্যক্তি মানুষের জীবিকা উন্নয়নে সাহায্য করা। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, জীবিকা উন্নয়নের সহায়ক সম্পদ সৃষ্টি করা।

কিন্তু বিগত অর্থবর্ষগুলিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে শ্রমদিবস সৃষ্টির হার সন্তোষজনক হলেও সমানুপাতিক হারে জীবিকা সহায়ক সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। প্রকল্পের অন্যতর লক্ষ্য জীবিকা সহায়ক সম্পদ সৃষ্টি করে পরিবারের আয় বহুগুণিত করা, ফলস্বরূপ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের উপর তার নির্ভরতা কমবে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের শ্রমদিবসের হিসাবে এই নির্ভরতা কমার কোন ইঙ্গিত মেলেনি। সুতরাং এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে জীবিকা উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা সম্ভাব্য কিছু জীবিকা সহায়ক প্রকল্পের উল্লেখ করব যেগুলি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে রূপায়ন করলে মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত করা সম্ভব হবে।

১) গ্রামভিত্তিক অন্তত একটি মুখ্য জীবিকা চয়ন করা যেতে পারে যেটিকে উন্নত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন কোন স্থানে খেজুর গুড় তৈরীর চল থাকলে সেখানে ব্যাপক হারে খেজুর গাছ বসান যেতে পারে। ষোলোআনা স্থানে, পতিত সরকারী জমি, ব্যক্তি উপভোক্তার জমিতে এই গাছ রোপণ করে উক্ত জীবিকা স্থানিক ভাবে জোরালো করে তোলা যাবে। তেমনি অনেক গ্রামে তাল গাছের (গ্রামের তালপুকুর নাম থেকে সেখানে একসময় তাল গাছের প্রাচুর্যের আভাস পাওয়া যায়), নারকেল গাছের, সুপারি গাছের ফলের অর্থনৈতিক ব্যবহার আছে সেই গ্রামে এর রোপণ ও প্রসার, গ্রামের দুর্বলতর মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে (নারকেল চাষের প্রসারে কোকোনাট ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছে)। তেমনি কিছু গ্রামে উচ্চফলনশীল পেঁপে/কলাগাছের ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে বাগান তৈরী করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের (দুর্বলতর শ্রেণীর) স্বাবলম্বী করা যায়। এমনকি অন্যান্য অর্থকরী গাছ যেমন সিসল (বীরভূমে রাজনগর তন্তু নিষ্কাষণের কারখানাকে কেন্দ্র করে), বেত,মাদুর গাছ (যে গ্রামে বেতের কাজ হয় বা মাদুর কাঠির কাজ হয় সেখানে বেত ও মাদুর কাঠি উৎপাদক গাছের বন তৈরী করলে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে ও তার সুফল পাবে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষজন), রেশম চাষের জন্য অর্জুন প্রভৃতি গাছ, যেখানে লাক্ষা উৎপাদক গাছ বসিয়ে রোজগারের সম্ভবনা আছে তা ব্যক্তিগত উপভোক্তা বা বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে ব্যাপক হারে বসান যায়। এমনকি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বাঁশের বন তৈরী করলে (এ বিষয়ে ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশনের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে) এক শ্রেণীর দুর্বলতর মানুষের জীবিকা উন্নয়নে ভীষণ সাহায্য হবে।

২) ওষধি গাছের চাষের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভবনা থাকলেও তা পুরোমাত্রায় এখনও কাজে লাগান যায়নি। বিশেষত যেসব এলাকায় একসময় ওষধি গাছের অস্তিত্ব ছিল সেখানে এমন গাছের বন সৃষ্টিতে যত্নবান হতে

হবে (এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ন্যাশনাল ও স্টেট মেডিসিন্যাল প্ল্যানটেশন বোর্ডের সাহায্য পাওয়া যাবে)। তোড়া জায়গা, লিজহোল্ড জমি, অব্যবহৃত সরকারী জায়গায় গুচ্ছহিসাবে এমন ওষধি গাছের বাগান করা যায় (বৃক্ষপাট্টা বা ব্যক্তিগত উপভোক্তা প্রকল্পে) যাতে উৎপাদিত ফলের পাইকারী বিক্রয়ে সুবিধা হয়। এমন উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক 'আমলকি তোড়া', 'নিম পাহাড়' 'বহেড়া বন' 'হরিতকি গ্রাম' ইত্যাদি গড়ে উঠবে, আশা করা যায়।

৩) ভেরেন্ডা, করঞ্জ প্রভৃতি যেসব বৃক্ষ থেকে জৈব জ্বালানী তেল বা ভোজ্য তেল পাওয়া যায় সেগুলি গুচ্ছ প্রকল্পে ব্যাপক হারে চাষ করলে অর্থনৈতিক লাভ পাওয়া যায় (এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ওয়েলসীড মিশনের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে)। অবশ্য এই প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে সম্ভাব্য ক্রেতা, বাজার ও প্রক্রিয়াকরণের উপায় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার। সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে (যেখানে প্রাচীর নেই) সজীব প্রাচীরের বেড়া দেওয়ার নির্দেশিকা প্রচারিত হয়েছে। হেজ/বেড়া গাছ বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচীতে আনার সুযোগ না থাকলেও, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ফাঁকা জায়গা থাকলে সেখানে ফলের বা বনের গাছ লাগিয়ে, তা বৃক্ষপাট্টার মধ্যে আনলে কিছু মানুষকে সারাবছরের রোজগারের সুযোগ দেওয়া যাবে। বিশেষত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সাথে এমন কর্মসূচী রূপায়নের ব্যাপারে মতামত আদানপ্রদান করা হয়েছে।

৪) উল্লেখ্য বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচীতে সমস্ত সৃজিত বৃক্ষ ও বনের (কাঠের বন, জ্বালানী বন, ফল বন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পাট্টা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারী জায়গায় সৃষ্ট এমন বন/গাছের উৎপাদিত ফলের ৭৫% পাবে পাট্টাদার ও ২৫% পাবে পঞ্চায়েত। পরিণত গাছের কাঠের ক্ষেত্রেও এই অংশ বিভাজন প্রযোজ্য। যৌথ বা লিজহোল্ড জমির ক্ষেত্রে বন/গাছের উৎপাদিত ফলের ৬৫% পাবে পাট্টাদার, ২৫%পাবে জমি মালিক, পঞ্চায়েত পাবে ১০%। কাঠের ক্ষেত্রে পাট্টাদার ৫০%, জমি মালিক ৪০% ও পঞ্চায়েত পাবে ১০%। তাছাড়া দেখভালের জন্য ৯০% বেশী গাছ বেঁচে থাকলে পাট্টাদার পাবে গাছ প্রতি মাসিক নির্ধারিত টাকার পুরোটা। ৭৫%-৮৯% গাছ বেঁচে থাকলে পাট্টদার পাবে এই হারের অর্ধেক অনুপাতে (পরিচর্যা না হলে উক্ত রক্ষণাবেক্ষণের টাকাও অর্ধেক হয়ে যাবে)। এর চেয়ে কম গাছ জীবিত থাকলে আর এ বাবদ কোন অর্থ দেওয়া হবে না। দেখভালের সময়সীমা গাছের প্রজাতির উপর নির্ভর করে ৩-৫ বছর করা যায়। এটি সুস্পষ্টভাবে জানানো যাচ্ছে যে, সৃজিত গাছের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়া (যেমন বৃক্ষপাট্টা/ব্যক্তি উপভোক্তা ব্যবস্থা) গাছ লাগানো না হলে তা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজ হিসাবে গণ্য হবে না এবং এই কাজে উৎসাহ দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। ঐ ব্যয়কে প্রকল্প ব্যয় হিসাবে ধরা হবে না এবং প্রকল্প নির্দেশিকা থেকে সরে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন। ব্যক্তিগত উপভোক্তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ দেওয়া হলেও, পরিচর্যা বাবদ অর্থ দেওয়ার আগে (সাধারণত মাসিক) বৃক্ষপাট্টার অনুরূপে কত গাছ বেঁচে আছে তা দেখে ও তা নথিভূক্ত করে নিতে হবে।

৫) বিভিন্ন জেলায় আম বাগান তৈরী করে তা দুর্বলতর শ্রেণীভূক্ত মানুষদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করার কাজে জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যে ক্ষেত্রে উন্নতমানের ও উন্নত প্রজাতির চারা বসান গেছে এবং জলবিভাজিকা কাঠামো বা সেচের সুব্যবস্থা করা গেছে সেখানে ফলনও বেশী হয়েছে। ব্যক্তিগত উপভোক্তা বা বৃক্ষপাট্টার প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঝর্ণা সেচ, চোয়ান সেচের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির জন্য উদ্যানপালন/ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কমলালেবুর বাগান করে অনেক দুর্বলতর পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব। একই ভাবে পেয়ারা, কাঁঠাল, মোসাম্বী, বাতাবী সহ বিভিন্ন লেবু, জামরুল, বেদানা, আতা, সবেদা, আঙ্গুর, লিচু, কুল, জাম ইতাদির মত ফলসমূহের বাগান করাও সম্ভব।

৬) উত্তর দিনাজপুরে গোলমরিচের চাষ সমন্বয়ের মাধ্যমে রূপায়িত করতে উদ্যানপালন দপ্তরের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। দারুচিনি, তেজপাতা প্রভৃতি মশলা গাছের চাষ জীবিকা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

৭) স্বনির্ভর দল, দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের জন্য চারাঘর তৈরী অন্যতম জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচী। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তত একটি সাধারণ গাছের চারাঘর ও ব্লকে একটি উন্নতমানের ফলের চারাঘর (গ্রীনহাউস সমেত) তৈরী করা জরুরি। এবিষয়ে নির্দেশিকা থাকলেও অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়নি। স্বনির্ভর দলের চারা বিক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশিকাও প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং চারাঘর তৈরীতে নিযুক্ত এই পরিবারগুলির রোজগারের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।

৮) সমস্ত পুকুর/খাল খনন বা সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখতে হবে- ১) সেচের বা ২) মাছচাষের বা ৩) উভয় উদ্দেশ্যে পুকুরটি ব্যবহার হবে কিনা। মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরটি মাছ চাষের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সমন্বয়ের মাধ্যমে এইসব চিহ্নিত মাছপুকুরে অবশ্যই মৎস্য দপ্তরের সাহায্যে মাছচাষ শুরু করে চিহ্নিত দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের আয়ের সংস্থান করতে হবে। রামসাগর গ্রামে এমন গুচ্ছপুকুরে চারামাছ/মাছের চাষ করার ফলে তা বাংলার মাছ রপ্তানীকারক গ্রামের পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে।

৯) মুরগি, গরু, ছাগল/ভেড়ার আশ্রয়স্থল বানানোর ক্ষেত্রে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অর্থ খরচ করা যায় (বেশী সংখ্যক নির্মাণের জন্য পঞ্চায়তের বিভিন্ন অর্থ, সমন্বয়ের মাধ্যমে একাজে নেওয়া যেতে পারে)। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রাণী সম্পদ বিতরণের সাথে এই কর্মসূচীর মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। জেলাশাসক 'জেলা সমন্বয় পরিকল্পনা' রচনার সময় প্রাণীসম্পদ বিতরণ ও তাদের আশ্রয়স্থল নির্মাণের সমন্বয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। সৃষ্ট মুরগি খামারের থেকে প্রাপ্ত ডিম বিদ্যালয়ের 'মিড ডে মিল' প্রকল্প ও অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে দিতে পারলে এই প্রকল্পের উপভোক্তাদের নিশ্চিত লাভের উপায় মিলবে (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের তদারকিতে প্রধানদের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে)। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে পশুখাদ্য এ্যজোলা চাষের পরিকাঠামো নির্মাণ করা যায়। পতিত জমি উন্নয়নের মাধ্যমে তা চারণভূমিতে পরিণত করলে প্রাণীসম্পদ পালনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা পাওয়া যাবে।

১০) জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচীতে হাপা (সন্নিহিত জমিতে গুচ্ছ আকারে রূপায়ন করলে এটিকে ৫% মডেল বলা হয়) তৈরী অন্যতম প্রকরণ। এই হাপার সাহায্যে খরিফ মরশুমে জরুরি সেচ ছাড়াও খরিফ পরবর্তী সব্জী চাষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এমনকি চারামাছ চাষও করা সম্ভব। এই অতিরিক্ত আয় সংশ্লিষ্ট পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে সাহায্য করবে। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে নির্মিত নোনাজলের এলাকায় 'স্কোয়ার ফাইভ' মডেলে ল্যান্ড শেপিং ও উপকূল এলাকায় 'ভেজিটেটিভ বেল্ট', ভাঙনপ্রবণ এলাকায় 'রক্ষা বাঁধ' ও 'প্রান্তিক বাধ'-এ ইন্টারক্রপিং-এর ফলে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। উচ্চভূমিতে থাক তৈরী করে চাষ (টেরাস কালটিভেসন) ও অন্য অঞ্চলে রীজ-ফারো করে চাষ (সব্জী চাষ) করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের আয় বহুগুণিত হয়েছে। এই ভূমি উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে করা সম্ভব। জলবিভাজিকা উন্নয়নে ভেজিটেটিভ বেড়া হিসাবে এবং বাঁধ সুদৃঢ় করতে যে বাবুই ঘাস লাগান হয় তা থেকে দড়ি তৈরী করে এক শ্রেণীর মানুষের জীবিকা উন্নয়ন হবে।

১১) স্বনির্ভর দল, দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা রূপায়িত অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল - ১) কেঁচো সার ২) জৈব/সবুজ সার ৩) তরল সার তৈরী করা।

জলবিভাজিকা অঞ্চলে গোবর ও বর্জ্য-সব্জী, ঘাস সহজলভ্য হলে কেঁচো সার ও নাডেপ সারগাদা তৈরী করা

যেতে পারে। সব্জী খোসা ও ঘাস-আগাছা ব্যবহার করে সবুজ সার তৈরী করা যায়। কেঁচো সারের পিটে যথেষ্ট সংখ্যক ছিদ্র রেখে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এই পরিকাঠামো নির্মাণ করে দিলে অনেকগুলি পরিবারের জীবিকা উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যায়। এই উৎপাদিত সারের এক অংশ বৃক্ষপাট্টা ও ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে রোপিত গাছে ব্যবহার নিশ্চিত করলে (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের তদারকিতে প্রধানদের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে) বিপনণের সুবিধা হয়।

১২) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই ব্যবহার করে ইট ও পেভার ব্লক তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। একটি কারখানায় ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়েছে। এগুলিতে কাজ করবেন স্বনির্ভর দল ও স্থানীয় অদক্ষ মজুরেরা। এদের মজুরি আসবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে। কারখানা তৈরী ও উপকরণাদি ক্রয় করতে হবে পঞ্চায়েতের অন্যান্য অর্থ থেকে। কারখানায় কর্মরত কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কর্মপ্রার্থীদের সারা বছরের জীবিকার সংস্থান এরূপে নিশ্চিত করা গেছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এমন উদ্যোগ গ্রহণ করত পারে। এই উৎপাদিত ইট ব্যবহার করে পঞ্চায়েত কম টাকায় বহুগুণ পরিকাঠামো তৈরী করতে পারবে।

১৩) স্বনির্ভর দলের জীবিকা উপযোগী বিভিন্ন কাজের জন্য চালাঘর বা কর্মশালা, জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে তৈরী করে দেওয়া সম্ভব। গ্রামে গ্রামে এধরণের পরিকাঠামো তৈরী করে দিলে স্বনির্ভর দলগুলির জীবিকা উন্নয়নের সুবিধা হবে।

১৪) উপকূল অঞ্চলে মৎস্যজীবিরা মাছ বালুতট বা মাটির উপর শুকানোর ফলে এর গুণমান খারাপ হয় ও নষ্টের পরিমাণও বেশি হয়। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য উপকূলে মাছ শুকনো করার স্থায়ী প্লাটফর্ম তৈরী করে দিলে মৎস্যজীবিদের জীবিকার সুবিধা হবে।

১৫) কৃষি বিপনণ দপ্তর উপকরণের খরচ ও কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের থেকে মজুরি নিয়ে বর্গাদার, পাট্টাদার, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের ফসলের গোলা ও চাতাল বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচী দ্বারা কৃষি ও কৃষকের জীবিকার উন্নতি ঘটবে।

১৬) নিজ গৃহ নিজ ভূমি এবং ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের গৃহ সংলগ্ন জায়গায় (যদি থাকে) ছোট ফলের বাগান, হাপা ও সজীব বেড়া তৈরী করে দিলে উক্ত উপভোক্তার জীবিকার পথ খুলে যাবে।

১৭) কোচবিহার ও পূর্ব মেদিনীপুরে স্থানীয়ভাবে অনেক কৃষক নিচু/জলা জমি যেখানে ফসল ফলান কঠিন, এমন জমিতে বিভিন্ন ল্যান্ড শেপিং করে নিচ্ছেন, যেমন এক বিঘা পরিমাণ জমি ৫ ফুট গভীর খনন করে তেলাপিয়া ও কই চাষে ভাল লাভ পাচ্ছেন।

অনেকে নিজ ভিটায় ১৫ ফুট দীর্ঘ, ১২ ফুট প্রস্থ ও ৫ ফুট গভীর চৌবাচ্ছা খনন করে তাতে বিভিন্ন প্রজাতির কই মাছ চাষ করে ভাল আয়ের সংস্থান করছেন।

তাছাড়া ১৫ শতক জমির ৬ ফুট প্রস্থের ও ৩ ফুট গভীরতার এবং জমি যতটুকু লম্বা ততটা দৈর্ঘ্যের একটি নালা (ডিচ) এবং এই মাটি দিয়ে পাশে লম্বা উঁচু ফালি (রিজ) যার প্রস্থ ৮ ফুট (দৈর্ঘ্য জমি যতটুকু লম্বা ততটা) ও উচ্চতা খাদের মাটি ফেলে যতটুকু হবে, তেমন কাঠামো তৈরী করছেন। রিজে গ্রীষ্মকালীন ধান চাষ, সব্জী চাষ ও নালায় কই মাছের চাষ করে আয় বহুগুণিত করা সম্ভব হচ্ছে। ১ শতকের তিন ফুট গভীরতার এমন জলায় ৬০০ কই চাষ করা সম্ভব যার ওজন দাঁড়ায় ৫০ কেজি (একটি ৮০ গ্রাম ধরে) ও দাম দাঁড়ায় কমপক্ষে ১৫০০০ টাকা। মাটির কিছু অংশ ফিল্ড বাঁধে দিয়ে সেখানে গ্লিরিসিডিয়া প্রজাতির গাছ

বসালে চাষে সবুজ সারের সমস্যা মিটবে। একবিঘা জমিতে এমন ১০০ গাছ থেকে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সবুজ সারের দ্বারা জমিতে সারের প্রয়োজনীয়তার প্রায় সবটাই মেটান যাবে। সুতরাং স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত এই মডেলগুলি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে দুর্বলতর মানুষদের জন্য ব্যাপক হারে তৈরী করলে জীবিকা উন্নয়নে নতুন দিকের পথ খুলে যাবে। এছাড়া অব্যবহৃত ফিল্ড বাঁধ, আইলে উপযুক্ত প্রজাতির গাছ বসিয়ে আয় আরো বাড়ান যায়।

১৮) কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মরসুমী সব্জী চাষের সুযোগ না থাকলেও (বিভিন্ন জলবিভাজিকা কাঠামো, ল্যান্ড শেপের উপর নিজ বিনিয়োগে বা কৃষি/উদ্যানপলন দপ্তরের সাহায্যে সব্জী লাগান যায়) সরাসরি গাছের সব্জী ফলানোর সুযোগ আছে। সজনে গাছ, আমড়া গাছ, তেঁতুল গাছ, কলা, পেঁপের মতো গাছ বসিয়ে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে সব্জী বন তৈরী করা যায়। গ্রামাঞ্চলে সব্জী থেকে যেহেতু আয়ের বড় অংশ আসে, এই পরিকল্পনার ব্যাপক প্রয়োগ দারিদ্র দূর করার কাজে সহায়ক হবে।

১৯) কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মরসুমী প্রজাতির ফুলচাষের সুযোগ না থাকলেও, বৃক্ষজ ফুলের চাষে বাধা নেই। বাজারের সাথে সংযুক্ত করতে পারলে এধরণের প্রয়াস আয়বর্দ্ধক হতে পারে।

২০) ডিডিইউজিকে-লাইফ প্রকল্পে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের শ্রমপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ যথাযথ ভাবে আয়োজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জীবিকা উন্নয়নে যতটা সম্ভব সাহায্য করতে হবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে জীবিকা উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচীর সম্ভাব্য তালিকা নিম্নে দেওয়া হল-

১) ফলের বাগান: ক) আম, খ) কাঁঠাল, গ) বেদানা, ঘ) আতা, ঙ) মোসাম্বি, কমলা সহ বিভিন্ন লেবু চ) লেবু ছ) পেয়ারা জ) সবেদা ইত্যাদি।
২) সারের গাদা: ক) কেঁচো সার, খ) তরল সার, গ) নাডেপ সার
৩) হাপা/ক্ষেতপুকুর:
৪) মুরগির খাঁচা/হাঁসচারা কেন্দ্র:
৫) ছাগল/ভেড়ার ঘর:
৬) গরুর ঘর:
৭) মাছ চাষ (মাছ পুকুর):
৮) ধানের গোলা:
৯) মাছ শুকনো করার চাতাল:
১০) বাবুই ঘাসের বাধা প্রাচীর ও চাষ:
১১) ফ্লাই এ্যাশ উৎপাদন কেন্দ্র:
১২) বাঁশ বন:
১৩) তাল/খেজুড়/নারিকেল বন:
১৪) বৃক্ষপাট্টা:
১৫) ভোজ্য/জৈব তেল বীজ(বৃক্ষ):
১৬) মাছ চারা কেন্দ্র:
১৭) এ্যাজোলা চাষ ও চারণভূমি উন্নয়ন:

১৮) চারাঘর (নার্সারী):
১৯) ৫%/৩০-৪০/বর্গ ৫ মডেল:
২০) রেশম চাষ:
২১) লাক্ষা চাষ:
২২) স্বনির্ভর দলের কাজের ঘর:
২৩) বেতের/মাদুরের বন:
২৪) সিসলের বন:
২৫) মশলার চাষ: ক) দারুচিনি, খ) গোলমরিচ, গ) তেজপাতা ইত্যাদি
২৬) কাঠের/জ্বালানী বন:
২৭) ওষধি বন:
২৮) কলা/পেঁপে বন:
২৯) উপকূলের ভেজিটেটিভ বেল্ট ও চাষ:
৩০) থাক চাষ:
৩১) রিজ-ফারো চাষ:
৩২) জ্বালানী/কাঠের বন:
৩৩) সব্জী বন:
৩৪) ফুল বন:

জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি রূপায়নেরও তদারকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্ন ছকে প্রত্যেক জেলাকে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জীবিকা উন্নয়নের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন জানাতে অনুরোধ জানাই।

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের নাম	এমাসে নির্মাণ অগ্রগতি (সংখ্যা/ একর)	এবছর এযাবৎ মোট নির্মাণ অগ্রগতি (সংখ্যা/একর)	এমাসে খাতে খরচ (লক্ষ)	এবছর মোট এযাবৎ খরচ (লক্ষ)	এমাসে নতুন উপভোক্তা	এবছর মোট এযাবৎ উপভোক্তা
১	ফলের বাগান (একর)						
২	সারের গাদা (সংখ্যা)						
৩	হাপা/ ক্ষেতপুকুর (সংখ্যা)						
৪	মুরগির খাঁচা/ হাঁসচারা কেন্দ্র (সংখ্যা)						
৫	ছাগল/ভেড়ার ঘর (সংখ্যা)						
৬	গরুর ঘর (সংখ্যা)						
৭	মাছ পুকুর (একর)						
৮	মাছ চারা কেন্দ্র (সংখ্যা)						
৯	ধানের গোলা (সংখ্যা)						
১০	এ্যাজোলা চাষ ও চারণভূমি উন্নয়(সংখ্যা)						
১১	মাছ শুকনো করার চাতাল (সংখ্যা)						
১২	ফ্লাই এ্যাশ উৎপাদন কেন্দ্র (সংখ্যা)						
১৩	বাঁশ/বেত/ মাদুর/সিসল বন(একর)						
১৪	তাল/খেজুড়/ নারিকেল বন (একর)						

১৫	ওষধি/ মশলার বন (একর)						
১৬	রেশম/লাক্ষা (একর)						
১৭	চারাঘর (সংখ্যা)						
১৮	ভোজ্য/জৈব তেল বৃক্ষ কাঠ/জ্বালানী বন(একর)						
১৯	বৃক্ষপাট্টা (সংখ্যা)						
২০	৫%/৩০- ৪০/ বর্গ ৫ মডেল (একর)						
২১	এ্যাজোলা চাষ ও চারণভূমি উন্নয়ন (সংখ্যা)						
২২	থাক/রিজ-ফারো (একর)						
২৩	সব্জী বন/ফুল বন						
২৪	অন্যান্য						

সংযোজিত: জীবিকা উন্নয়নে কিছু প্রাক্কলন

১০.০৮.২০১৫

(দিব্যেন্দু সরকার, আই এ এস)
মহাধ্যক্ষ, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, কলিকাতা- ১০৬

স্মারক সংখ্যা ৪৯৯৫-আর.ডি/ও/১৮এস-০২/১৬ তাং ০৯/১০/১৭

"আজকের মজুরি-আগামীর জীবিকা"একশ দিনের প্রকল্পে দারিদ্রদূরীকরণ এবং ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্প বিষয়ক নির্দেশিকা

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে শুধু কর্মপ্রার্থীদের মজুরি প্রদান নয়, সেই মজুরি দিয়ে তৈরি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র ও দুর্বলতর পরিবারগুলিকে দারিদ্র-সীমার উপরে তুলে আনতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। স্পষ্টতই শুধু কর্মদিবস তৈরি করে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। যেহেতু একটি দরিদ্র পরিবারকে ১০০ দিন কাজ দিলেও বর্তমান অর্থবর্ষের হিসাবে বছরে সর্বাধিক ১৮০০০ টাকাই দেওয়া সম্ভব, যা বহুসদস্যের পরিবারের সারা বছরের আয়কে বাড়ালেও, শুধু এই আয় থেকে জীবিকা সুনিশ্চিত করে না। অথচ এই কর্মদিবসগুলিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্ট উপার্জনক্ষম সম্পদ এই ধরণের অভাবী পরিবার-গুলিকে স্থায়ী আয়ের পথ দেখাতে পারে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের ৪(৩) ধারামতে সূচি- ১, অনুচ্ছেদ ৪(১)-২(বি) মোতাবেক ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের মাধ্যমে আইনের ৪(৩) ধারামতে সূচি- ১, অনুচ্ছেদ ৫ বর্ণিত পরিবারগুলিকে জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। এখনও গ্রাম বাংলায় শিশুবিকাশ দপ্তরের হিসাবে অনেক অপুষ্ট শিশু রয়ে গেছে এবং তাদের যথাযথ পুষ্টির যোগান নিশ্চিত করতে পারিবারিক আয় বাড়ানোও অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যে শিশুবিকাশ দপ্তরের তালিকাভূক্ত সমস্ত অপুষ্ট শিশুর পরিবারগুলিকে প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে আনা অত্যন্ত জরুরি। শ্রম দপ্তরের জেলাওয়ারী খতিয়ানে পাওয়া যাবে এখনও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কোন কোন পরিবারের শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজে যায়, এমন চিহ্নিত পরিবারগুলিকে দ্রুত ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের অধীনে আনতে হবে। এখনও যদি আর্থিক সমস্যা জনিত কারণে বিদ্যালয় ছুটের ঘটনা ঘটে থাকে, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বা স্থানীয় সমীক্ষায় (বিদ্যালয় থেকে তথ্যাদি নিয়ে) তা চিহ্নিত করে তেমন পরিবারগুলিকে এই প্রকল্পের সুবিধা দিতে হবে। এ ছাড়াও দারিদ্রজনিত বাল্যবিবাহ, নারীপাচারের মত ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলিকে প্রথম পর্যায়ের উপভোক্তা তালিকায় আনা প্রয়োজন। এর পরের ধাপে সূচি- ১, অনুচ্ছেদ ৫ বর্ণিত পরিবারগুলিকে বঞ্চনার সূচকের গুরুত্ব অনুসারে এই কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। এই অর্থবর্ষে এমন ৩ লক্ষ পরিবার ও পরবর্তী অর্থবর্ষে ৭ লক্ষ পরিবারকে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিতে হবে (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি গড়ে এবছর ১০০ এবং পরবর্তী অর্থবর্ষে ২০০ উপভোক্তা)। আগামী বছরগুলিতে একইভাবে ক্রমে এই শ্রেণীর বাকি পরিবার-গুলিতে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে।

উপার্জনক্ষম সম্পদের সৃষ্টি ও তার সাথে চিহ্নিত পরিবারগুলিকে সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের নির্দেশিকা মেনে সক্রিয় ও যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধারণাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

(ক) গাছ ভিত্তিক জীবিকা

স্মারক সংখ্যা ১৩৪২-আর.ডি-পি/এন.আর.ই.জি.এ./১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ ও জীবিকা সম্পর্কিত নির্দেশনামায় ১২ ধরণের বিষয়ভিত্তিক বনের কথা বলা হয়েছে। এলাকাগত উপযুক্ততা, বাজার, প্রচলন ও চাহিদা-সম্ভবনা অনুসারে এমন বনের নির্বাচন পরিবারগুলিকে দ্রুত আয়ের পথে নিয়ে যাবে। এমন বিভিন্ন ধরণের বনসৃজন আবার বর্ণনা করা হল। উল্লেখ্য ঘাস, গুল্ম জাতীয় গাছ এবং ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের গাছ ছাড়া সমস্ত বনায়ন বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে করা এখন বাধ্যতামূলক।

(১) কাঠের বন: প্রচলিত ধারায় শাল, সেগুন, গামার, শিরিষ, সোনাঝুড়ি, লম্বু প্রভৃতি আসবাব কাঠের বনসৃজন করলে নির্দিষ্ট সময় পরে পরিবারটির আয়ের পথ নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি গাছের সারির মাঝে সমন্বিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সব্জী ও কন্দজাতীয় গাছের চাষ পরিবারগুলির বার্ষিক আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

(২) ফলের বাগান: কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কমলালেবু, বাতাবী লেবু, কিউই ফল, আনারস, ড্রাগন ফ্রুট, আম, আপেল কুল, নাসপাতি, পেয়ারা, সবেদা, লিচু, বেদানা, আরব-খেজুর, নারিকেলের মত ফলের উৎপাদন ইতিমধ্যেই বহু পরিবারকে আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ দেখিয়েছে। এলাকাগত উপযুক্ততা ও চাহিদা-চলের উপর এই সব ফল বনের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এমনকি সমন্বিত প্রকল্পে স্ট্রবেরির চাষও লাভজনক হতে পারে। একলপ্তে এক প্রজাতির ফল বেশি জায়গায় করতে পারলে সহজ বিপণন সম্ভব হবে। পাশাপাশি গাছের সারির মাঝে সমন্বিত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সজি ও কন্দজাতীয় গাছের চাষ পরিবারগুলির বার্ষিক আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

(৩) ফুলের বাগান: তিন বা তার অধিক সময় ধরে কান্ড বা কন্দ থেকে ফুল দেয় এমন গাছ বসিয়ে কর্মনি-শ্চয়তা প্রকল্পে এলাকাগত সম্ভাবনা ও চাহিদা অনুসারে ফুল বনের প্রসার ঘটাতে হবে। রজনীগন্ধা, গোলাপ, জারভেরা, জবা, পদ্ম, গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুলের প্রসার কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে নতুন আয়ের পথ খুলে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি সমন্বিত প্রয়াসে মরসুমী ফুলের চাষেরও প্রসার ঘটবে আশা করা যায়। মন্দির শহর বা শহর ঘেঁসা এলাকাগুলিতে এই বন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তৈরি শেড-নেট, গ্রীনহাউসে তৈরি এমন স্থায়ী ও মরসুমী চারা এই প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) মশলা বাগান: বাংলার বহু স্থানেই এই উচ্চ মূল্যপ্রদায়ী মশলার চাষ করে দরিদ্র পরিবারগুলিকে রোজগারের পথ দেখান সম্ভব। যেমন পান, সুপারি, তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, এলাচের বন তৈরি করে এটা করা সম্ভব।

(৫) ওষধি বাগান: বাজারে ওষধি গাছের উচ্চ মূল্য ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে ওষধি গাছের দ্রুত প্রসার ঘটাতে হবে। আমলকি, হরিতকি, বহেরা, নিম, অর্জুন, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, এ্যালোভেরা, কালমেঘ, কুরজি, মোরিঙ্গা, স্টেভিয়া, বাসক, আয়াপান, ছাতিম, হলদি, টিনোস্পোরা, কর্ডিফোলিয়া, শতমূলী, বেল, অশোক, ইপিকাক, চিরতা সহ বিভিন্ন ওষধি গাছের বিস্তার দারিদ্রদূরীকরণের কাজকে দ্রুততর করবে। এ বিষয়ে স্টেট মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট বোর্ডের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

(৬) সব্জী বন: গ্রামাঞ্চলে সব্জীর বাজার ও চাহিদা সর্বত্র। পুষ্টি যোগানের ক্ষেত্রেও এই বাগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। স্থায়ী ধরণের গাছগুলি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বসাতে হবে। যেমন পেঁপে, কলা, সজিনা, আমড়া, চালতা, কারিগাছ, লেবু, আমড়া, বেল, কয়েতবেল, বকফুল, ডুমুর, নিম, চালতা, জলপাই, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, করমচা প্রভৃতি সমন্বয় প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যান্য মরসুমি সব্জীর চাষ করতে হবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তৈরি

শেডনেট, গ্রীণহাউসে তৈরি এমন স্থায়ী ও মরসুমী চারা এই প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উদ্যোগ অনেক গ্রামীণ পরিবারকে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সাহায্য করবে।

(৭) জ্বালানী বন: প্রান্তিক গ্রামগুলিতে যেখানে এখনও রান্নার গ্যাসের মত সুযোগ যে সব পরিবারে পৌঁছায়নি, তারা এখনও জ্বালানীর উদ্দেশ্যে গাছের পাতা ও ডালের উপর নির্ভরশীল এবং অনেক প্রান্তিক পরিবার জ্বালানী সংগ্রহতেই দিনভর সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটাতে বাধ্য হয়। বেল, বাবলা, পিটুলি, সুবাবুলের মত জ্বালানী বন এই সব পরিবারের এই অপচয় রোধ করে উপার্জনমুখী সময় ও শ্রমের সুযোগ তৈরি করবে। এমনকি জ্বালানী চাহিদা পূরণে, জ্বালানী-কাঠ বিপণনের মত অর্থকরী কাজে অংশ নিতে পারবে।

(৮) শিল্প বন: রেশম-তসর উৎপাদক গাছ, তন্তুধারক সিসল, মোরিঙ্গা, বাঁশ (কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে এখন দ্রুত উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে), শীতলপট্টি-বেত, রাবার, কফি, চা, কোক গাছের মত শিল্পমূল্য সমন্বিত গাছগুলির বন তৈরি করলে গাছভিত্তিক শিল্প সম্ভবনা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এই কাজে যুক্ত পরিবারগুলিকে সারাবছরের উৎপাদন ও আয়ের পথে নিয়ে আসা সম্ভব। সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তেল উৎপাদন-কারী ম্যানগ্রোভ 'কেওড়া'বন আগামী দিনে বহুমুল্যের সুগন্ধী ও ভেষজ তেলের শিল্প সম্ভাবনা তৈরি করছে। তেমনি উত্তরবঙ্গে রাবার, চা, কফি শিল্পের প্রসার ঘটাতে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। এমনকি এই এলাকায় সুগন্ধী তেল প্রদায়ী আগর গাছেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। উত্তরবঙ্গের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে আইআইটি খড়গপুরের সাহায্যে কিছু এলাকায় সফল চা-কফি চাষের পর কর্ম-নিশ্চয়তা প্রকল্পে এর প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। উত্তরবঙ্গ-পশ্চিমাঞ্চল সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রয়োজন ও চাহিদা ভিত্তিক বাঁশ চাষের প্রসার, সে এলাকার বাঁশ কেন্দ্রিক বিভিন্ন হস্তশিল্প ও বাঁশের সরাসরি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির হাতে অর্থের যোগান নিশ্চিত করবে। এমনকি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তৈরি ভেটিভার ঘাস বন থেকে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির কাজও জোর কদমে শুরু হয়েছে। এলাকাগত চাহিদা ও উপযুক্ততা অনুসারে বেত-শীতলপট্টির কাজেও কর্মনিশ্চয়তা প্র-কল্পের বনসৃজন সহায়কের ভূমিকা নিতে পারে। এ বিষয়ে রাবার বোর্ড (নাগরাকাটা আঞ্চলিক করণ), কৃষি/দ্যানপালন দপ্তরের মাধ্যমে ন্যাশানাল ব্যাম্বু মিশন, ন্যাশানাল ওয়েলসিড মিশন, টি-কফি পর্ষদ ও গবেষণা কেন্দ্র, কোকোনাট/কয়াড় ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (নারিকেল ও তার ছোবড়া কেন্দ্রিক শিল্পের প্রসারে) সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

(৯) ঘাস বন: গ্রামীণ এলাকায় পশুখাদ্যের অভাব ও উচ্চমূল্যের প্যাকেটজাত পশুখাদ্যের চল প্রাণীসম্পদের বিকাশের মুখ্য অন্তরায়, অথচ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে গোচারণভূমি তৈরি ও গোখাদ্যবন তৈরির বিপুল সুযোগ আছে। পতিত জমিতে, এমনকি অব্যবহৃত নয়নজুলিতে ভেটিভার, দিননাথ, স্টাইলো, নেপিয়ার, কো-ফাইভ প্রজাতির ঘাস, সুবাবুল, এ্যাজোলার চাষ এই পশুখাদ্যের সংকটকে সহজেই সমাধান করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সাথে, বিপণনের সাথে যুক্ত করে এক শ্রেণীর পরিবারে স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা করে যেতে পারে।

(১০) শৈখিন গাছের চারাঘর ও বন: ডুরান্ড, বেগুনভেলিয়া, পাতাবাহারে, পাম, আরকেরিয়া, সাইকাস সহ বিভিন্ন ধরণের গাছের চারাঘর তৈরি করলে বিভিন্ন সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন ঘরোয়া প্রয়োজন মেটান সম্ভব হবে। এই ধরণের অর্থকরী কার্যক্রমে অনেক পরিবারকে সংযুক্ত করা যায়।

(১১) তেল বন: তেল উৎপাদক কিছু গাছ হল কেওড়া, আগর, করঞ্জ, ভেরেন্ডা প্রভৃতি। চাহিদা ও বিপণনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে ভেরেন্ডা, করঞ্জ ভিত্তিক বায়োডিজেলের জন্য এই ধরণের গাছের সংখ্যা

বাড়ান যেতে পারে। একই ভাবে আগর, কেওড়া-ম্যানগ্রোভ ভিত্তিক তেলের আর্ন্তজাতিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে, এর প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

(১২) অর্কিড-ক্যাকটাস চারাঘর ও বন: উত্তরবঙ্গের শীতল অঞ্চলে অর্কিড এবং দক্ষিণবঙ্গে ক্যাকটাসের চারাঘর ও বিপণন সৌন্দর্যায়ন, পর্যটন কেন্দ্র ও ঘরোয়া চাহিদার প্রয়োজন মিটিয়ে যুক্ত পরিবারগুলিকে আয়ের পথ দেখাতে পারে। প্রয়োজনে এ'সবের শেড নেট বা গ্রীনহাউসও তৈরি করা যেতে পারে।

এই উদ্যোগকে সফল করতে উদ্যানপালন দপ্তর, বন দপ্তর, জলসম্পদ দপ্তরের (ক্ষুদ্র সেচের সংস্থান করতে) সাথে যতটা সম্ভব সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

বিপণনের কথা মাথায় রেখে একই ধরণের বন এক লপ্তে বড় এলাকায় বেশি পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এতে পাইকার/ক্রেতা পাওয়া ও উৎপাদিত দ্রব্যের দাম পাওয়া সহজ হবে।

(খ) জলভিত্তিক জীবিকা উন্নয়ন

(১) মাছ চাষ: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে সৃষ্ট পুকুর-জলাশয়গুলিতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মাছ চাষ করা জরুরি। এ'বিষয়ে মৎস্য দপ্তর প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কারিগরি/প্রশিক্ষণ সহায়তা দেবে। বার্ষিক সমন্বয় পরিকল্পনাতে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এমনকি ব্যক্তিজমিতে সৃষ্ট ছোট জলাশয়, হাপাতে স্বল্পসময়ের মাছ চাষও সম্ভব।

১ (ক) বাড়ির পাশে মাগুরের চাষ: বিভিন্ন জেলাতে বাড়ির পাশে ছোট চৌবাচ্চাতে এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে মাগুর চাষ করে, যুক্ত পরিবারগুলি ভাল আয়ের সংস্থান করছে। ছোট জলাশয়টি তৈরি হচ্ছে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এবং মাছ চাষের বিষয়টি নিশ্চিত হচ্ছে মৎস্য দপ্তরের সাহায্যে বা স্বনির্ভর দলের উদ্যোগে। উল্লেখ্য সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে মৎস্য দপ্তরের মাগুর চারার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এটি উন্নত চারার সুনিশ্চিত যোগানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

(২) কাঁকড়া ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর চাষ: উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় সমন্বয়ে কাঁকড়া চাষের জন্য সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। জলাশয়ের বিষয়টি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে নিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত জেলায় পরিকল্পনা করে এই অর্থকরী চাষের থেকে আয়ের সুযোগ তৈরি করা দরকার। এর সাথে অন্যান্য পুষ্টিকর জলজ প্রাণীরও উৎপাদন বাড়বে।

(৩) ঝিনুকের ও মুক্তো চাষ: একই ভবে মৎস্য দপ্তর ও অনান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্যে এন.আর.জি.এ-পুকুরে ঝিনুক-মুক্তো চাষও করা সম্ভব, যার সাহায্যে যুক্ত পরিবারগুলি ভাল আয়ের পথ পাবে।

(৪) ঝোড়াতে মাছ চাষ: পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় ঝোড়াগুলিতে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করে উপযুক্ত প্রজাতির মাছ চাষের উপযোগী করে তোলার জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে সমন্বয় পরিকল্পনায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের সাথে অভাবী পরিবারগুলিকে সংযুক্ত করে জীবিকার সন্ধান দিতে হবে।

(৫) শুকনো মাছের চাতাল: উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তৈরি চাতালে শুকিয়ে এ রাজ্যে এবং অন্যান্য রাজ্যের চাহিদা পূরণ করছে এবং করবে। এই কর্মসূচি রূপায়ণ করে বহু সংখ্যক পরিবারের রুজিরোজগার বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা সম্ভব।

(৬) মিশ্র চাষ (হাপা/ফাইভ স্কোয়ার মডেলে): হাপা-ফাইভ স্কোয়ারের মত ভূমি উন্নয়ন ও জল সংরক্ষণের

মডেলের সাথে মিশ্র চাষের ধারণা খুব কার্যকরী। মিশ্র খামারে মাছ, পশু-হাঁস-মুরগি, ফসল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে, সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির আয় বহুগুণিত করবে।

এই জীবিকা উদ্যোগকে সফল করতে অবশ্যই মৎস্য দপ্তরের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিতে হবে। মাছ চারা ও মাছের খাবারের যোগান আসবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে। এমনকি সমন্বয় উদ্যোগে আঞ্চলিক উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

(গ) প্রাণীসম্পদ ভিত্তিক জীবিকা

(১) মুরগি: প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সাথে সমন্বয় পরিকল্পনা রচনা করে প্রাণীসম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। পাখির আশ্রয়স্থল নির্মাণ হবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে।

(২) হাঁস: প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সাথে সমন্বয় পরিকল্পনা রচনা করে প্রাণীসম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। পাখির আশ্রয়স্থল নির্মাণ হবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে। বর্তমানে বিশেষ প্রজাতির হাঁস মূলত ডাঙা এলাকাতেই পালন করা সম্ভব।

(৩) ছাগল-শূকর: প্রাণীসম্পদ দপ্তরের সাথে সমন্বয় পরিকল্পনা রচনা করে প্রাণীসম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। পশুর আশ্রয়স্থল নির্মাণ হবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে।

(৪) গাভী: স্বনির্ভর দল বা তপশীলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরগুলি থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে গাভীর সংস্থান করলে, আশ্রয়স্থল কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা সম্ভব।

এই উদ্যোগে প্রাণীসম্পদ সংরক্ষণের কাঠামো তৈরি হবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে এবং প্রাণীসম্পদ সরবরাহ হবে প্রাণীসম্পদ দপ্তর থেকে। প্রাণীপালনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেবে উক্ত দপ্তর। এমনকি সমন্বয় উদ্যোগে আঞ্চলিক উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) সার উৎপাদন

(১) কেঁচো ও ব্যাকটেরিয়া সার: গ্রামে-গঞ্জে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কেঁচো সারের প্রকল্প জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে বাইরে থেকে অজৈব সার ব্যবহার না করে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে উৎপাদিত কেঁচো ও অন্যান্য সারের ব্যবহার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এতে করে নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সারের বিপণনের সুবিধা হয়েছে। তবে কেঁচো বাঁচিয়ে রেখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই সার উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। সেজন্যে কৃষি দপ্তরের সাহায্য নিতে হবে। এমনকি কেঁচোর পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে সার উৎপাদনের কলাকৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) কম্পোষ্ট সার: অতীত কাল থেকে দেশজ প্রক্রিয়ায় কম্পোষ্ট সার তৈরির চল গ্রামে প্রচলিত ছিল। প্রয়োজনে উন্নত কলাকৌশল জানতে কৃষি দপ্তরের সাহায্য নিতে হবে। মোট কথা অজৈব সারের পরিবর্তে, কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। সেই লক্ষ্যে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

(৩) এ্যাজোলা সার: বর্তমানে প্রাণীসম্পদ দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে এ্যাজোলা চাষ শুরু করেছে। এটি যেমন পুষ্টিকর গবাদি পশুর খাদ্য, তেমনই সার হিসাবেও এর ব্যবহার আছে। এটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করলে ভাল বিক্রয়মূল্য পাওয়া যাবে।

(ঙ) চারাঘর

(১) পলিহাউস/গ্রীনহাউস: উন্নতমানের ফল, ফুল, সব্জী, ওষধি ইত্যাদি চারা উৎপাদনের জন্য গ্রীনহাউস তৈরি জরুরি। উদ্যানপালন দপ্তর থেকে এ বিষয়ে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক ব্লকে এক বা একাধিক গ্রীনহাউস তৈরি জরুরি। নির্দিষ্ট কিছু পরিবারকে এই কাজে যুক্ত করতে হবে।

(২) শেডনেট: গ্রীনহাউস ছাড়াও কম খরচে শেডনেট তৈরি করা দরকার। বিভিন্ন ধরণের উন্নত মানের চারা এখানে তৈরি করা সম্ভব। সরকারী নির্দেশিকা মোতাবেক এই চারা বিক্রয় করে যুক্ত পরিবারগুলি ভাল আয় করতে পারবে। চিহ্নিত পরিবারগুলিকে এই কাজে নিযুক্ত করতে হবে। যেহেতু এই শ্রেণীর (সম্ভাব্য উপভোক্তা) পরিবারগুলির অনেকেরই জমি থাকার সম্ভাবনা কম, নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থায় তাদের প্রকল্পের সুবিধা দিতে হবে। গাছভিত্তিক জীবিকার ক্ষেত্রে যাদের নিজস্ব জমি নেই, তাদের বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে সরকারি জমিতে বা লিজ-চুক্তির (লিজ-চুক্তির সময়সীমা সৃষ্ট সম্পদের কার্যকাল অনুসারে নির্ধারিত হওয়া দরকার) জমিতে বন তৈরি করে দিতে হবে, যা বৃক্ষপাট্টা নির্দেশিকায় বিস্তৃতভাবে বলা আছে। এমনকি আগামী দিনে ভূমিহীনদের বাড়িতে/উঠোনে উল্লম্ব চাষ, থাক চাষ, ছাদ-বারান্দা চাষে যে সব গাছ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে অনুমোদিত, তার প্রকল্প নিতে হবে।

একইভাবে ভূমিহীনদের ক্ষেত্রে সারগাদা, চারাঘর, প্রাণীসম্পদের ঘর, মাছপুকুরের নিজস্ব জায়গার অভাব থাকলে অনুমোদিত যৌথ/বারোয়ারী জায়গা, লিজ জায়গা বা একাধিক উপভোক্তার ক্ষেত্রে যৌথ জায়গায় যৌথ সম্পদ গড়ে তোলা যেতে পারে।

বিপণনের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজার ছাড়াও সরকারী 'সুফল বাংলা' ও অসরকারী বিপণী শৃঙ্খল-রপ্তানীর সুযোগ নিতে হবে। চারাঘরের চারা ও সারগাদার সার অবশ্যই বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে ব্যবহার করতে হবে। কর্মনি-শ্চয়তা প্রকল্পে অসরকারী সংস্থা থেকে চারা ও সার কেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে উৎপাদিত মাছ-মাংস-ডিম-সব্জী বিদ্যালয়ে ও শিশুবিকাশ কেন্দ্রের মধ্যাহ্নকালীন ও পূর্বাহ্নের আহারের সাথে সংযুক্ত করতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

যেহেতু দারিদ্র মোচনই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, একটি পরিবারকে একটি প্রকল্পে আবদ্ধ না রেখে, একাধিক প্রকল্পে আনা দরকার, যতক্ষণ না পরিবারটিকে ৫০০০০-১০০০০০ টাকা বার্ষিক অতিরিক্ত আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে।

আমাদের আশা, চলতি পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের এমন অভিমুখ "আজকের মজুরি, আগামীর জীবিকা" এই মন্ত্রকে সামনে রেখে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পকে, মজুরি প্রদানের কর্মসূচির পরিবর্তে, যথার্থ অর্থে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে পরিণত করবে। স্মারক সংখ্যা ৪৯৯৫(২৪)-আর.ডি/ও-/১৮এস-০২/১৬

৯/১০/২০১৭
দিব্যেন্দু সরকার, আই.এ.এস
কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

স্মারক সংখ্যা ৪৯৯৫(২৪)-আর.ডি/ও/১৮এস-০২/১৬ তাং ০৯/১০/১৭

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুলিপি প্রেরিত

(১) প্রধান সচিব, জিটিএ

(২-২৩) জেলা শাসক, সমস্ত জেলা

(২৪) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

সুদীপ্ত পোড়েল, উপসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ৪৯৯৫(৪)-আর.ডি/ও/১৮এস-০২/১৬ তাং ০৯/১০/১৭

অনুলিপি প্রেরিত

(১) সম্পাদক, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্, জেলাগুলিতে বিভিন্ন চারাঘর তৈরির বিষয়ে প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য।

(২) সম্পাদক, গ্রাম ট্রাষ্ট, ভেটিভারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য।

(৩) সম্পাদক, প্রসারী, হাপা ও ফাইভ স্কোয়ার মডেল কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য।

(৪) সম্পাদক, প্রদান, ঊষরমুক্তি প্রকল্পে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে প্রেরণের জন্য।

সুদীপ্ত পোড়েল, উপসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

‘...মানুষের কাছে যাও
তাদের মধ্যে থাকো
মানুষের কাছ থেকে শেখো
তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো
মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।
মনে রেখো, ...ভালো নেতা সেই
যার কাজ শেষ হয়ে গেলে
মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।’

AHEAD Initiatives
32/6, Gariahat Road (S), Kolkata 700031/ Tel: +91 33 4067 0369